অলকানন্দা

নিশিকান্ত
(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)

দি কালচার পাবলিশার্স
২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দের চরণ-কমলে

উপহার

এই বইখানি

....কে

উপহার দিলাম

ইতি

তারিখ ....

স্থান ....

সূচীপত্র

মুখবন্দনা

চন্দ্রিতমুখ-মধুরিমা, ওগো অমল আঁখির ধ্রুবতারা।
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা ;
বহিব তোমারে অন্তরতম দেশে
নিভৃত সুরের রজতের স্রোতে ভেসে
নিরালানীহারশিখরিত সরণীতে
ছায়ালেশহীন আবেশের সঙ্গীতে ;
বহিতে বহিতে তব অমলতা আপনারে আমি হব হারা।
চন্দ্রিতমুখ-মধুরিমা, ওগো অমল আঁখির ধ্রুবতারা !
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা।

সুন্দর মুখ-নন্দন, ওগো যুগলনয়নমন্দার !
তোমারে যে আমি ফুটায়ে তুলিব কুঞ্জে সুচির সন্ধ্যার ;
ফুটাবো তোমারে আধজাগা তন্দ্রায়
বিলীন শঙ্খনিভনিশিগন্ধায় ;
গোধূলি তারার স্নিগ্ধশান্ত তালে
উর্ধ্ববিসারী জীবনতরুর ভালে
ফুটাতে ফুটাতে তোমারি ফোটায় আপনারে আমি হব হারা।
চন্দ্রিতমুখ-মধুরিমা, ওগো অমল-আঁখির ধ্রুবতারা !
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা।

মুখবন্দনা

বিমৌনমুখ-রহস্য, ওগো অচল আঁখির অতলতা !
গীতমালিকার সকল অঙ্গে তুলায়ে গভীর-নীরবতা
তোমারে গাঁথিব হৃদয়সিন্ধুতলে,
নিস্তরঙ্গবিথার সুপ্তজলে
পবনবিহীন নিথরিত নীলাভায়
নিহিত স্বপ্নসমাহিত মুকুতায়
গাঁথিতে গাঁথিতে তোমারি গোপনস্বপনে যে আমি হব হারা।
চন্দ্রিতমুখ-মধুরিমা, ওগো অমল আঁখির ধ্রুবতারা !
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা।

অচিন্ত্যমুখ-উৎপল, ওগো যুগলভ্রমর-আঁখি দুটি !
ফুটি' তবে সাথে তোমারি কুসুমে তোমারি অমিয় লব লুটি ;
নেহারি' বিজনবয়ানের শোভা
নয়নের মণি হবে ভাবে ডোবা,
আপন অতল বিসারিত সুরে
মিলাব মম অভিন্ন সুদূরে,
মিলাতে মিলাতে তব কালহীন বিভার বিকাশে হব হারা।
চন্দ্রিতমুখ-মধুরিমা, ওগো অমল আঁখির ধ্রুবতারা !
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা।

অলকানন্দা

নিস্তব্ধবয়ান

সব কথা তার বলা হ'য়ে গেছে,
বলা হ'য়ে গেছে সকল বাণী,
সকল মন্ত্র সিদ্ধস্বরূপ
সে মহামৌন বয়ানখানি।
অধরে তাহার নীরব হাসির মাধুরীর মৃদুরেখা,
সে-কোন গভীর উপলব্ধির মগ্নমণির লেখা,—
টানিলয় মোর তনু-মন-প্রাণ
অতলের তল-দেশে।
আমি সে অটলমুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

সব দেখা তার শেষ ক'রে দিয়ে
আপনার মাঝে দৃষ্টি রাখি'
অস্তবিহীন তারার মতন
ফুটে আছে ওই যুগল আঁখি।
দুটি চোখে তার নির্লিপ্তির উদার চাহনি মাখা
আকাশপারের কোন আকাশের দিগন্তরেখা রাখা,
যত দেখি তারে, মুগ্ধ-চেতনা
চলে তারি উদ্দেশে,
আমি সে অটল মুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

আপন ললাটে আপনি সে লেখে
ললাট লিপির লিখনাবলি,
অদৃষ্ট তার, তারি ইঙ্গিতে,
তারি আনন্দে পড়িল ঢলি'।
আমারে আজিকে পরশ করিল সেই আনন্দময়,
তারি সিন্ধুর অন্তরে মোর বিন্দুরে আজি লয়,
অনুভূতি মোর অতলামৃত
মন্থি' চলেছে ভেসে,
আমি সে অটল মুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

সব করা যার শেষ হ'য়ে গেছে,
সেই স্রষ্টার সেতুটি করে
মোর দুটি কর ধরা দিল আজ
কোন অপরূপ রূপান্তরে!
কোন চিন্ময়রসের তুলিকা ধরে অঙ্গুলিগুলি,
কোন নিশীথের শশীতারকায় সাজায় আপনা ভুলি,
কোন নির্বাণে অংসখ্য শিখা
বুদ্বুদ সম মেশে!
আমি সে অটল মুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

মূর্ত জীবন জাগিয়া রয়েছে,
নাই জীবনের চঞ্চলতা,
মরণেরি বুকে মরণবিজয়ী,
ভীষণ মধুর সে মৌনতা !
অস্তউদয় এক হ'য়ে গেছে তারি প্রশস্ত ভালে,
পুঞ্জিত করি' রাখিয়াছে সেথা ইহকাল-পরকালে,
কাল ভাগীরথী পন্থা হারায়
তারি পিঙ্গল-কেশে।
আমি সে অটল মুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

সে যে অপূর্ব, সে যে গো মোহন,
সে যে সুন্দর ভয়ঙ্কর !
সর্ব্বনাশার ভালোবাসা সে যে,
গহন গভীর সে অন্তর।
সব পথে চলা শেষ হ'ল যার, তাহারি চরণতলে
জীবন আমার জীবন্মুক্তগতি লভে পলে পলে,
তাহারি লীলায় লীলায়িত আমি
সকল খেলার শেষে।
আমি সে অটল মুখের সমুখে
দাঁড়ায়েছি আজ এসে।

সম্রাটশিল্পী

বুকভাঙা রাঙা কঠিন মাটির পটের পরে
কে দিল সাজায়ে শ্যাম কিশলয়শোভার শিখা!
ঊষরপিণ্ডপাষাণধরণী বিষকুণ্ডলী পাকায়ে ধরে,
কোন্ উৎসের প্রাণ-ধারা টানি' সেথা হাসে মধুমঞ্জরিকা।

ওগো সুন্দর, সুচির-রূপের চিত্রকর!
ওগো সম্রাটশিল্পী! তোমার শিষ্য হব,
জীবনের প্রতি পন্থার পরে সাধি' অপূর্বরূপান্তর
ধূলিজনমের যবনিকা টুটি' উজ্জ্বল উপলব্ধি লব।

দাও সে তুলিকা, অধরে যাহার দোলে
মাধুরী মন্দাকিনীর ছন্দ গতি,
যার সুধারসপরশ-আলিম্পনে বিকশিয়া তোলে
মর্ত্যশিলায় লীলাপারিজাতলগ্ন অমরাবতী।

জন্মদিন

আজকে যে প্রাণ উঠলো ব্যাকুলিয়া,
কণ্ঠ আমার চায় যে গুঞ্জরিতে,
কোন রভসে রঞ্জিত আজ হিয়া,
লাগে কী দোল কিশোর কুঞ্জটিতে!
কি ফুল দিয়ে করি অর্ঘদান,
কোন পথে আজ চলবে অভিযান,
বাঁধবো বীণা কোন সুরে, কোন গীতে?
আজকে যে প্রাণ উঠলো ব্যাকুলিয়া,
কণ্ঠ আমার চায় যে গুঞ্জরিতে।

আজকে আমি জানাবো প্রার্থনা,
গভীরতর, নিবিড়তর গানে;
আজকে আমার আকুল এ বাসনা
চলে প্রাণের অতলতার পানে।
সঙ্গোপনের কানন হ'তে আসি'
বাতাস আজি বাজাবে মোর বাঁশি,
ভরবে আকাশ নীরবতার তানে।
আজকে আমি জানাবো প্রার্থনা
গভীরতর, নিবিড়তর গানে।

অনেক গানতো সভায় শুনিয়েছি,
অনেক ছন্দে, অনেক রকম স্বরে,
অনেক পথে অনেক দূরে গেছি
অনেক দেশে অনেক ঘুরে ঘুরে ;
মাগো ! এবার থামতে আমি চাই,
তোমার কোলে লব যে আজ ঠাঁই,
র'ব তোমার গোপন অন্তঃপুরে ।
অনেক গানতো সভায় শুনিয়েছি,
অনেক ছন্দে, অনেক রকম স্বরে ।

সন্ধ্যাতারার ছন্দ তোমার দাও,
ফুটবো দিনের কোলাহলের পারে ;
করুণ স্নেহে নয়ন তুলে চাও,
জ্বালো প্রদীপ রাতের অন্ধকারে ।
তোমার নিশিগন্ধাফুলের কলি
কোন স্বপনে বিকশে অঞ্জলি,
কোন পবনে পরশ দিল তারে ?
সন্ধ্যাতারার ছন্দ তোমার দাও,
ফুটবো দিনের কোলাহলের পারে ।

পথে চলার লগ্ন গেল খ'সে,
তোমার আমার ঘুচলো ব্যবধান,
এবার শুধু আমি গাইব বোসে,
এবার শুধু তুমি শুনবে গান ;

বলার জন্যে জাগবে ব্যাকুলতা,
তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে কথা,
দেবে তোমার রতন অফুরান।
এবার শুধু আমি গাইব বোসে,
এবার শুধু তুমি শুনবে গান।

মাগো তোমার আকাশ ভরা কোলে
হাসবো আমি শিশু চাঁদের মত,
দুলবো তোমার জ্যোতির হিন্দোলে
ছায়াপথের তারকাদের মত ;
যেখান থেকে মন্দমলয় আসে,
ফুটবো সেথায় পারিজাতের পাশে,
লব তোমার চির-ফাগুনব্রত।
মাগো ! তোমার আকাশভবা কোলে
হাসবো আমি শিশু চাঁদের মত।

ঘুচবে আমার বীণাবাঁধার পালা,
আমি তোমার হাতের বীণা হব ;
তোমার তালেই গাঁথব স্থরের মালা :
তোমার প্রাণের রাগরাগিণী লব।
মাগো ! তোমার কোমল অঙ্গুলি
ঝঙ্কারিবে তনুর তন্ত্রগুলি,
জীবন লবে চেতন অভিনব।
ঘুচবে আমার বীণাবাঁধার পালা,
আমি তোমার হাতের বীণা হ'ব।

পালখানি আজ দাও মা, তুমি তুলে,
হালখানি আজ ধরো আপন হাতে।
তরী আমার চলুক দুলে দুলে
তোমার ধ্রুবতারার ইশারাতে।
আজ যেন, মা, আমার বেলা কাটে
তোমার কূলে, তোমার ঘাটে ঘাটে,
তোমার মন্দাকিনীর লীলার সাথে।
পালখানি আজ দাও মা, তুমি তুলে,
হালখানি আজ ধরো আপন হাতে,

তোমার কুলায় গান করে যেই পাখী,
কণ্ঠে ঝরুক তারি সুরের কলি ;
তোমার কানন রাখে যে ফুল ঢাকি',
সেই ফুলে আজ রাখো আমার অলি ;
যে মণিহার আছো গলায় পরি',
তার মাঝে আজ রাখো আমায় ধরি',
চেতনা মোর উঠুক উজ্জ্বলি'।
তোমার কুলায় গান করে যেই পাখী,
কণ্ঠে ঝরুক তারি সুরের কলি।

তোমার তনুর আলোর আভায় ডুবে
যাক মা, রাত্রি, যাক মা, আমার দিন ;—
বরণ ক'রে তোমার উজল রূপে
থাক মা, তোমার চরণতলে লীন ;

সেই চরণের পরশরসে ছুলি'
রঞ্জিত হোক প্রভাত সন্ধ্যাগুলি,
ঝঙ্কৃত হোক প্রতি বেলার বীণ।
তোমার তনুর আলোর আভায় ডুবে
যাক মা, রাত্রি, যাক মা, আমার দিন।

তত্ত্বকথা অনেক শুনেছি মা,
তর্কের জাল অনেক জড়িয়েছি ;
দ্বিধার লগ্ন অনেক গুনেছি মা,
সন্দেহবীজ অনেক ছড়িয়েছি ;
আমার উপলব্ধির বর্তিকা
এবার জ্বালে স্পন্দনহীন শিখা,
তোমার মুক্ত নন্দনে আজ গেছি।
তত্ত্বকথা অনেক শুনেছি মা,
তর্কের জাল অনেক জড়িয়েছি।

মেঘে যেমন রবির বর্ণ লাগে,
স্বর্ণে ভরে তাহার সারা তনু,
জীবন আমার তেমনি ক'রে জাগে,
সুবর্ণ হয় আমার প্রতি অণু ;
তোমার শশীর সুধার ধারা পেয়ে
চিত্তচকোর চলেছে গান গেয়ে,
অন্তরে মোর তোমার ইন্দ্রধনু।
মেঘে যেমন রবির বর্ণ লাগে,
তেমন, স্বর্ণে ভরে আমার তনু !

গানের লাগি' অনেক হ'ল গাওয়া,
কথার লাগি' অনেক বলি কথা,
এবার গানে তোমারে হোক পাওয়া,
তোমারি ফুল ফোটাক বাণীর লতা।
খেলার লাগি' অনেক হ'ল খেলা;
তোমার খেলায় কাটুক এবার বেলা,
এবার পূর্ণ করো অপূর্ণতা।
এবার গানে তোমারে হোক পাওয়া,
তোমারি ফুল ফোটাক বাণীর লতা।

কোথায় তোমার অতল উৎসখানি?
কোথায় তোমার সুধার পারাবার?
কোথায় তোমার অসীম আলোর বাণী?
কোথায় তোমার গভীর অন্ধকার?
তোমার সূর্যচন্দ্র কোথায় ঘুমায়?
স্বপন দেখে তোমার চুমায় চুমায়?
কোথায় নীরব সৃষ্টির সম্ভার?
কোথায় তোমার অতল উৎসখানি?
কোথায় তোমার সুধার পারাবার?

ভালোবাসার অলকানন্দায়
অভিষেকের স্নান হ'ল মোর সারা;
বাধাবিহীন আনন্দপন্থায়
তরঙ্গিত আমার গতির ধারা;

যেখানে যাই, যেদিক পানে চাই,
তোমায় দেখি, তোমায় শুধু পাই,
তোমায় জানি, তোমাতে হই হারা।
ভালোবাসার অলকানন্দায়
অভিষেকের স্নান হ'ল মোর সারা।

তোমার ধ্যানের শুভ্রশিখরখানি
কোন্ অলব্ধস্বর্গের দেয় দিশা!
সেইখানে আজ দিলাম অর্ঘ আনি',
সেথায় মিটাই ঊর্ধ্বআকুল তৃষা।
সেথায় তোমার তুষারফুলে ফুটি'
কত ঊষার গোলাপ আভা লুটি',
মর্মে সাজাই কত তারার নিশা।
তোমার ধ্যানের শুভ্রশিখরখানি
অলব্ধ কোন স্বর্গের দেয় দিশা!

চম্‌কে উঠি' শুনে নিজের গান,
চম্‌কে উঠি নিজের পানে চেয়ে,
আমার মাঝে তোমার অধিষ্ঠান
প্রকাশে মোর সকল সত্তা ছেয়ে,
তোমায় আমায় এমনি মিশে গেছে,
নিজেকে আর চিনতে পারি নে যে,
আপন ভুলি তোমার পরশ পেয়ে।
চম্‌কে উঠি শুনে নিজের গান,
চম্‌কে উঠি নিজের পানে চেয়ে।

হে আশ্চর্যময়ী, তোমার লীলায়
এমনি ক'রেই ডুবিয়ে রাখো মোরে,
আমার মায়া সব যেন আজ মিলায়,
মহামায়ার চরণ দুটি ধ'রে।
এসো আমার ভুবনমোহিনী মা,
লুপ্ত করো ক্ষুদ্র মোহ সীমা
তোমার মোহে আমায় মূর্ত কোরে।
হে আশ্চর্যময়ী ! তোমার লীলায়
এমনি ক'রেই ডুবিয়ে রাখো মোরে।

মোর ভাবনার কমলটিরে ধরো
যেথায় তোমার অনাদি কল্পনা,
দলগুলি সেই ছন্দে মুক্ত করো,
বিকাশে দাও তোমার আলিম্পনা ;
মোর কুসুমের মর্মখানি ধরি'
তোমার স্বর্ণকেশরে দাও ভরি' ;
দাও অফুরান মধুর মূর্ছনা।
মোর ভাবনার কমলটিরে ধরো
যেথায় তোমার অনাদি কল্পনা।

যে-হাত দিয়ে আদিত্যরে আনো
চিরকালের দিনের জাগরণে,
সেই হাতে আজ আমায় তুমি টানো—
অযুত রবির উদয় বিচ্ছুরণে ;

যে হাত দিয়ে তারায় তারায় জপো
নিত্যরাতের জপের মালা তব,
রাখো সে হাত আমার এজীবনে।
যে হাত দিয়ে আদিত্যরে আনো
চিরকালের দিনের জাগরণে।

অল্পেতে আজ মিটবে নাতো আশা,
আমি তোমার কল্প-কল্পলোভী ;
অনেক যে চায় আমার ভালোবাসা,
আমি তোমার চির-কিশোর কবি।
আমি তোমার চির-প্রেমের কাঙাল,
মানব না মা মর্ত্য-জন্ম-জাঙাল,
আঁকব তোমার চিরকালের ছবি।
অনেক যে চায় আমার ভালোবাসা,
আমি তোমার চিরকিশোর কবি।

আজকে আমার জন্মতিথি, মাগো!
আজকে আমি এলাম তোমার কাছে ;
আজকে আমায় তোমার কোলে রাখো,
আজকে আমায় রাখো তোমার মাঝে।
আজকে আমার জীবনকপোল চুমি'
আমায় আবার জন্ম দিলে তুমি,
রক্তে নবীন সঞ্জীবনী বাজে।
আজকে আমার জন্মতিথি, মাগো!
আজকে আমি এলাম তোমার কাছে।

মানুষমায়ের জন্ম গেল চ'লে
অতিমানস মায়েরি চুম্বনে ;
চক্ষে নতুন দৃষ্টি ওঠে জ্ব'লে,
নতুন চেতন জাগল দেহে মনে।
নতুন ক'রে দেখছি ভুবনখানি,
পেয়েছি আজ নবলোকের বাণী
নবআলোর উদয়-উদ্ভাসনে।
মানুষমায়ের জন্ম গেল চ'লে
অতিমানস মায়ের চুম্বনে।

অপূর্ব আজ প্রাণের অনুভূতি,
বচনে আজ অনির্বচনীয়া ;
কণ্ঠে আজি বহ্নিজ্বল-দ্যুতি,
ছন্দে আজি উদ্দীপিত হিয়া ;
উদ্বোধনের স্বর যে এলো আজি,
গভীর আলোর তন্ত্রী ওঠে বাজি'
ধূলাতে বৈদূর্য পরশিয়া।
অপূর্ব আজ প্রাণের অনুভূতি,
বচনে আজ অনির্বচনীয়া।

যে ফুলগুলি তুমি আমায় দিলে,
সে যে রঙিন তোমার মনের বনে ;—
তোমার মধুর সিঞ্চনে সিঞ্চিলে,
রয় যে তোমার মলয় সঞ্চরণে ;

তোমার আশীর্বাদের ধারায় এসে
আমার কাছে উঠলো তারা হেসে
তোমার অধর রঞ্জিত রঙ্গণে।
যে ফুলগুলি তুমি আমায় দিলে,
সে যে রঙিন তোমার মনের বনে।

এমনি ক'রে দেওয়া নেওয়ার ছলে
ঘনালো আজ মোদের মিলন বেলা,
এমনি ক'রেই মোদের দিন চলে,
এমনি ক'রেই আমরা করি খেলা।
এমনি ক'রেই আমায় নিয়ে তুমি
সৃষ্টি করো তোমার স্বর্গভূমি ;
সার্থক হয় মর্ত্যমাটির ঢেলা।
এমনি ক'রেই দেওয়া-নেওয়ার ছলে
ঘনালো আজ মোদের মিলন বেলা।

জন্মদিনে কী দেব আজ, বলো ?
তোমার দেওয়া জন্ম তোমায় দিলাম।
কোন্‌পথে আজ চল্‌বে ? নিয়ে চলো,
তোমার পথেই আজি শরণ নিলাম ;
তোমার গভীর অতলতার কোলে,
তোমার অসীম উদয় আলোর দোলে
আমার সকল সত্তা সমর্পিলাম।
জন্মদিনে কী দেব আজ, বলো ?
তোমার দেওয়া জন্ম তোমায় দিলাম।

পথিক

হে পথিক, চলো চলো !

বিরহিণীপথ পথ চাহে তব তরে

নীরব-প্রতীক্ষায় ।

হে পথিক, চলো চলো !

পন্থা যে শুধু তোমারি স্বপন ধরে

কত উৎকণ্ঠায় ।

মেলিয়া দৃষ্টি শাশ্বতসন্ধানে

লহ আশ্বাস তব ভাস্বরপ্রাণে ;

হে পথিক, চলো, চলো !

সরণী যে তব আগমনীগান গায় ।

হে পথিক, চলো, চলো !
দেখো নাকি আজ জাগে যুগান্ত উষা
চাহিয়া তোমারি মুখ ?
হে পথিক, চলো চলো !
দিক-অঙ্গনা পরিয়া কনক-ভূষা
উৎসব-উৎসুক ।
সাধনা তোমার স্থরু হোক এই প্রাতে
আলোক-লোকের উজ্জ্বল-ইশারাতে ;
হে পথিক, চলো চলো !
পথে পাড়ি দাও ভরসায় ভরি' বুক ।

হে পথিক, চলো চলো !
তপনতূর্যে বাজে কিরণের ধ্বনি,
শোনো তারে মেলি' আঁখি ।
হে পথিক চলো চলো !
অন্তরে তব দীপ্ত পরশমণি,
তারে তুমি চেনো না কি ?
তব জড়িমার আবরণ গেছে ঘুচে ;
মর্মে তোমার মালিন্য গেছে মুছে ;
হে পথিক, চলো চলো !
হৃদয়ে তোমার ডানা মেলে কোন্ পাখী !

হে পথিক, চলো চলো!
এ শুভ লগ্ন এল বহুকাল পরে,
করিয়োনা অবহেলা।
হে পথিক, চলো চলো!
আকাশ তোমারে আজি আহ্বান করে
খেলিতে মুক্তখেলা।
অলক্ষ্যে কার মন্ত্র তোমার মাঝে
প্রতি পলকের প্রাণস্পন্দে বাজে;
হে পথিক, চলো চলো!
মানসে তোমার উদ্ভাসে কোন্ বেলা।

হে পথিক, চলো চলো!
টুটিল শঙ্কা-সন্দেহ-সংশয়,
বন্ধন গেল খসি'।
হে পথিক, চলো চলো!
করাল রজনী স্মরিয়া কোরোনা ভয়,
তুমি যে দুঃসাহসী।
বজ্রের শিখা জ্বালিয়া মেঘের দলে
প্রলয়বেলার বাণী যেন তব জ্বলে;
হে পথিক, চলো চলো!
ঝঞ্ঝারে তোলো ঝঙ্কারে উল্লসি'।

হে পথিক, চলো চলো!
বন্ধু তোমার নাশিয়া বন্ধুরতা,
তোমারে যে দেয় দিশা।
হে পথিক, চলো চলো!
তারি সঙ্কেতে তব কণ্টকলতা
কুসুমে মিটাল তৃষা।
মরুযাত্রার দুর্দমতার কালে
সে যে দেয় তব দুর্দম-তম-তালে;
হে পথিক, চলো চলো!
চিত্তে তোমার চির-পূর্ণিমা-নিশা।

হে পথিক, চলো চলো!
কেন বিমলিন সুখে দুখে কাটে কাল?
কেন গো অলসমায়া?
হে পথিক, চলো চলো!
কেন বা গাঁথিবে ধূলিজল্পনাজাল,
সাধিবে ছলনা ছায়া?
পঙ্গুর ম'ত শুধু এক ঠাঁই বসি'
কেনবা জড়াবে ওই সংসার-রশি?
হে পথিক, চলো চলো!
গতি-আনন্দে অবন্ধ করো কায়া।

হে পথিক, চলো চলো !
বল্লভ তব বাজায় ব্যাকুলবাঁশি,
শোনো নিকি তার তান ?
হে পথিক, চলো চলো !
সে মোহন স্বরে সব মোহ যায় ভাসি',
সাধায় আত্মদান।
যুগে যুগে যুগে সাধিল সে যে তোমাকে ;
জনমে জনমে নব-নব নামে ডাকে ;
হে পথিক, চলো চলো !
আজি এ লগনে লভো তারি সন্ধান।

হে পথিক, চলো চলো !
প্রিয়, প্রিয়তমা, সবারে চলো গো ভুলে,
চেয়ো না পিছন পানে।
হে পথিক, চলো চলো !
অতীত জীবন-যবনিকা ফেলো খুলে
সমুখে চলার টানে।
একের লাগিয়া এই তব অভিসার,
হেথা আর কারো নেই কোনো অধিকার ;
হে পথিক, চলো চলো !
গতি রুধিয়ো না আর কারো আহ্বানে।

হে পথিক, চলো চলো !
পবন-প্রেমিক তোমার প্রণয় যাচে,
সুচির সে ভালোবাসা।
হে পথিক, চলো চলো !
সে মিটাবে আজি তব এ জন্মমাঝে
শতজন্মের আশা।
তোমার গোপন-চেতনার যে-বিরহ
গুমরি' গুমরি' কাঁদিয়াছে অহরহ ;
হে পথিক, চলো চলো !
আজি সে বিরহ পাবে মিলনের ভাষা।

হে পথিক, চলো চলো !
সে যে অপরূপ, সে যে চির-সুন্দর,
পাও না কি পরিচয় ?
হে পথিক, চলো চলো !
তারি চুম্বনে রঞ্জিত অন্তর
করে সুধা সঞ্চয়।
সে যে গো তোমার ফল্গুনদীর ধারা,
সে যে গো তোমার অদৃশ্য ধ্রুবতারা ;
হে পথিক, চলো চলো !
তব অদৃষ্ট তারি সাথে বাঁধা রয়।

হে পথিক, চলো চলো !
এতদিন পরে অপূর্ণ আত্মার
দুয়ার উদ্‌ঘাটিত।
হে পথিক, চলো চলো !
এতদিন পরে এ জীবনযাত্রার
প্রগতি উদ্ভাসিত।
পূর্ণ আজিকে তোমার গতির মাঝে
আধেক-ধরার ছন্দে নন্দিয়াছে ;
হে পথিক, চলো চলো !
এখন অদূরে তোমার অভীপ্সিত।

হে পথিক, চলো চলো !
চলা যে তোমার আপনার মাঝে চলা,
শুধু আপনারে জানি'।
হে পথিক, চলো চলো !
বলা যে তোমার উপলব্ধির বলা,
আত্মবোধের বাণী।
তোমারি আধারে ধরিয়া রেখেছ তুমি
চিরবাঞ্ছিত নন্দনবনভূমি ;
হে পথিক, চলো চলো !
আজি বসুধারে দাও তব সুধা আনি'।

হে পথিক, চলো চলো !
মানবে তোমার অতিমানবের আভা,
তুমি দেবতার প্রিয়।
হে পথিক, চলো চলো !
কামনা তোমার কনক-কমলে কাঁপা,
হে বিশ্ববরণীয়।
গান করো তুমি, তোমার গানের তালে
নব আদিত্য জাগিবে কালের ভালে ;
হে পথিক, চলো চলো !
স্রষ্টারে তব সৃষ্টিঅর্ঘ দিয়ো।

হে পথিক, চলো চলো !
চাহে বিরহিণী পন্থা তোমারি তরে
নীরব-প্রতীক্ষায়।
হে পথিক, চলো চলো !
সরণী তোমায় সাধিয়া স্বপন ধরে
কত উৎকণ্ঠায়।
ওগো ভাস্বর ! তার সে আকুল প্রাণে
দাও দিশা দাও সার্থক সন্ধানে ;
হে পথিক, চলো চলো !
আজি ত্রিভুবন তোমারি চরণ চায়।

যাযাবর

দিকদিগন্ত লুণ্ঠন করি' চলে মোর অভিযান,
ক্ষ্যাপাখেয়ালের খুশির নেশায় সারা-বেলা গাহি গান।
মন্দিরে মস্‌জিদে বসি নাই, সমাজসীমার গণ্ডীতে নই বাঁধা ;
আমি এ নিখিলে মানিনা যে কোনো বাধা,
মানিনা কাহারো বাধা।

চলি অবিরাম দিনের আলোকে, রাতের অন্ধকারে,
নীলের খিলান খুলে চলে যাই তারাপারাবার পারে,
অনন্ত উন্মুক্ত মন্ত্র মোর জীবনের প্রতি শিহরণে সাধা ;
আমি এ নিখিলে মানিনা যে কোনো বাধা,
মানিনা কাহারো বাধা।

একাকী জাগিয়া জ্বালিয়াছি শিখা সাথীহারা উৎসবে,
সারাটি ভুবন ভরেছি পূর্ণ-প্রাণের বাঁশরী রবে,
অদ্বিতীয়ের জ্যোতির কেতন মোর চেতনার বিজয়-সূর্যে গাঁথা ;
আমি এ নিখিলে মানি না যে কোনো বাধা,
মানিনা কাহারো বাধা।

গরুর গাড়ী

চলে জীবনের দুর্গমকান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থ বৃষভযান,
প্রতি আবর্তে মুখরায় দুই ধারে
যুগল চাকায় ভারাক্রান্ত প্রাণ।
কোন্ সে প্রভাতে এসেছে পল্লী ছাড়ি,
দিন শেষ ক'রে দিয়েছে রাতের পাড়ি,
আধেক রজনী এখনো অন্ধকারে,
এখনো সরণী সম্মুখে অফুরান।
চলে জীবনের দুর্গমকান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থ বৃষভযান।

গাড়ির উপরে পাশাপাশি সারি সারি
পুরাণো চটের থলিগুলি যত রয়,
কত সযতনে রেখেছে ভিতরে তারি
সোনার শস্য, সাধনার সঞ্চয়।
পাকা ফসলের প্রান্তর মথিত
মণিমুক্তায় অভিযান রঞ্জিত,
বৃদ্ধ-চালক আধঘুমে মাথা নাড়ি
কোন্ সুদূরের স্বপনে মগ্ন হয়।
কত সযতনে রেখেছে ভিতরে তারি
সোনার শস্য, সাধনার সঞ্চয়।

ওরি সাথে যেন অনন্তকাল চলে
ধরি' সত্যের স্থবর্ণ সম্ভার,
দিবস নিশার যুগল চাকার বলে
কোন্ সে উষার পানে বহে অভিসার।
শত শতাব্দী আবর্ত সংঘাতে
ভরে দিগন্ত আকুল আর্তনাদে,
তবু আনন্দ স্বপনের শিখা জ্বলে
উদয় সূর্য শশাঙ্ক তারকার।
ওরি সাথে যেন অনন্তকাল চলে
ধরি মর্তের স্থবর্ণ সম্ভার।

কোন রাজধানী জেগেছে তাহার মনে,
কোন্ রাজপথ আহ্বান করে তারে!
কোন সে-রাজার উৎসব-প্রাঙ্গণে
উজাড় করিয়া ঢেলে দেবে আপনারে।
বাহনের মুখ পাংশু ফেনায় মাখা.
মাটি কেটে কেটে চলেছে কাঠের চাকা
মেদিনীর বুকে গভীর আলিম্পনে
বিদীর্ণ করি' বিদ্রোহী পন্থারে।
কোন্ সে-রাজার উৎসব-প্রাঙ্গণে
উজাড় করিয়া ঢেলে দেবে আপনারে।

শাদামেঘ

কাহার নিশ্বাসের সাথে ভাসলো তোমার ভেলা,
ও শাদামেঘ, দুপুর বেলার মেঘ ?
কার মানসের মরাল সম মূর্ত্ত তোমার খেলা,
ও শাদামেঘ, দুপুরবেলার মেঘ ?
স্রোতে ভাসাফুলের মত ভেসে
কোথা হ'তে এলে তুমি, তরী তোমার
থাম্‌বে কোথায় শেষে ?

একটি শুভ্রস্বরের মত তোমার প্রকাশখানি,
ও শাদামেঘ, দুপুরবেলার মেঘ ?
নীলাকাশের পর-পারের কোন্ অচলের বাণী,
ও শাদামেঘ, দুপুরবেলার মেঘ !
কোন্ সাগরের স্বচ্ছগভীরতা
তোমার লেখায় উঠলো ফুটে,—কোন্ নিথরের
সুপ্তির মৌনতা !

তুমি কাহার ঘুমের ঘোরে স্বপনসম চলো,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ ?
কোন পরাণের নির্মলতার শুক্লশিখায় জ্বলো,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ ?
সঙ্গীহারা তোমার চলার মাঝে
পলে পলে কোন একাকীর একতারাটির
মর্মধ্বনি বাজে ?

তুমি আমায় লও তুলে লও তোমার তরণীতে,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ।
মাঝি তোমার মিশায়ে থাক—আমার সুরে গীতে,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ !
মরাল সম মেলব আমি পাখা,
অচিনবনের ফুলের মত আমার মনের
বিকাশ হবে আঁকা।

স্বপনসম ভাসিয়ে নিয়ে চলব স্বপনীরে,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ !
জ্বালিয়ে দেবো অতলঘুমের রতন-শিখাটিরে,
ও শাদামেঘ, ত্বপুরবেলার মেঘ !
জীবনসাঁঝের দিগালাকে
ক'রবো বরণ চিরন্তনের নীরবগভীর
প্রেমের রক্তরাগে।

মুগ্ধভ্রমর

আকাশে দোদুল ছাইরঙা মেঘ তরুশাখাসম বাঁকা,
তারি দুই পাশে ঝল-মল করে সোনালি ঝালর আঁকা,
মাঝখানে তার জ্বলে ঘুমভাঙা
রবির কুসুম কুঙ্কুম-রাঙা।
হে মোর মাটির মুগ্ধভ্রমর, মেলোনা ক্ষুদ্রপাখা।

সে যে সুন্দর, সে যে গো সুদূর, সে চির-চমৎকার।
তোমার তিমির-তৃষায় সে দিল দীপ্তসুধার ধার।
রাখো, দুর্বলডানা অভিযান,
থামাও মুখরগুঞ্জনগান ;
ও কিরণরসে আপনা পাসরি' লভো আসঙ্গ তার।

মহামায়া

সমুখে প্রাচীরে ফাটলের বুকে আঁকা

সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহারে ডাকে !

তারি দক্ষিণে দোলে অশত্থশাখা,

পাংশুলপাখি সেথায় বসিয়া থাকে ।

কৃষ্ণমেঘের মহিষমুণ্ডটিরে

কে বসাল নীল আকাশের বুক চিরে !

দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি'

দাঁড়ায়েছে তাল-তরু ;

সাড়ে তিনগজ ধূসরভূমিতে

বিশাল সাহারামরু ।

নেভে আর জ্বলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্বুদ !
অট্টহাসিছে রাতের অট্টালিকা,
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকাবিদ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালি তীরের ফলক ঝলে ;
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির দীর্ণ—
সূর্যহীরক হাসে।

ওঠে গম্ভীর অম্বুধিগর্জন,
ভাসে অসংখ্য তরঙ্গসংঘাত ;
খর্জুরশাখে ঝিল্লির প্রস্বন ;
সহসা বিধবা করিল আর্তনাদ !
নবজাত শিশু হেসে ওঠে খল-খল ;
শ্মশানযাত্রী করে ওই কোলাহল ;
লৌহদশনে হুঙ্কার করে
দানবযন্ত্রযান ;
বাতাসে ভাসিল শেফালি-ঝরার
মৃদুমঞ্জুল তান।

সহসা ঊর্ধ্বে উঠিল রংমশাল,
অভ্র ভেদিল মুহূর্তে গতি তার ;
উল্কার শিখা তারি সাথে দিল তাল,
উৎসের গতি লভিল সে অধিকার ;
বৃষভযানের চাকার কেন্দ্রপাশে
তারি আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে,
সে-গতির বেগে বীজের বক্ষ
অঙ্কুরি' টুটিয়াছে ;
হিমাদ্রিশির তাহারি মন্ত্র
জপি' নভে উঠিয়াছে।

সকল মূর্তি মূর্তিল কার মাঝে,
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহার মায়া !
কার বহ্নিতে সবার বহ্নি বাজে,
শশাঙ্কে কার শুভ্রশিখার কায়া !
কোন্ সে নীরব ধাত্রীর কোলে
জলধি ও শিশু তরঙ্গ তোলে ;
সৃষ্টিরগতি-উৎস কে আনে,
কে তারে ধরিয়া রাখে।
অসংখ্য নামে নামখানি কার
ওঙ্কার সম থাকে।

শেফালিকা

হে সুরের শেফালিকা,
হে আমার গানের শিখা !
এলে কোন্ গোপন থেকে !
অজানা কোন্ কাননে
ফুটিলে ক্ষণে ক্ষণে,
সে-বিকাশ আমার সনে
যতনে দিলে রেখে !

আমার এই মর্ত্যমরু
ধরিল কল্পতরু
তোমারি ফোটার লাগি'
ধরণীর ধূসর দুখে
এ জীবন শ্যামলসুখে
লভিল তোমায় বুকে,
মেলিল মুকুল-আঁখি।

সে আঁখির মণির মাঝে
সুদূরের তারা সাজে,
সে তারার দীপন ধারা
আঁধারের বন্দীপ্রাণে
আলোকের মন্ত্র আনে,
দিশা পায় তারি তানে
যে পথিক্ দিশাহারা।

সে-আলোর মন্ত্রখানি
ধ্বনিল কাহার বাণী
অশনির বহ্নি জ্বালা ?
কুসুমের অন্তরালে
জ্বলেছ কাহার তালে ?
মরণের গহন ভালে
গেঁথেছ জীবনমালা।

সে-মালার ফুলে ফুলে
অমরা উঠল দুলে
এ-ধরার মর্ম-পুটে ;
সে-ফুলের পরশ লাগি'
রজনী ওঠে জাগি',
পরে সেই শুক্লরাখী
তামসের তন্দ্রা টুটে।

তামসের তন্দ্রা নাশি'
যে-প্রভাত চলে হাসি'
চিরদিন নিশার শেষে ;
সে যে গো, তোমার সাথে
অভিসার-লগ্ন গাঁথে,
আলোকের সাধন সাধে
কাহারে ভালোবেসে !

কে থাকে অগমপারে,
রতনের পারাবারে,
অতলের নিথর-লোকে ;
তারে কি চেনো তুমি
চলো তার চেতন চুমি' ;
অবনী স্বপনভূমি
সাজে তাই আমার চোখে।

হে আমার নিত্য নব !
ক্ষণিকের লীলায় তব
বাঁধিলে চিরন্তনে।
আকাশের অসীম মায়া
নিল তাই তোমার কায়া,
তোমারি দীপ্ত ছায়া
তপনের বিচ্ছুরণে।

হে সুরের শেফালিকা,
হে আমার গানের শিখা !
এলে কোন্ গোপন থেকে ?
অজানা কোন্ কাননে
ফুটিলে ক্ষণে ক্ষণে !
সে-বিকাশ আমার সনে
যতনে দিলে রেখে।

প্রকাশ

একটি বিন্দু বৃষ্টি যেমন নীলাকাশের অসীম ছবি ধরে
তৃণ-লতার শ্যামল পাতার পরে ;
যেমন ক'রে হাওয়ায়-ভাসা মলিন মেঘের একটুখানি তরী
প্রোজ্জ্বল হয় দিনের সূর্য ধরি' ;
পান্না যেমন প্রমূর্ত হয়, কোন্ গভীরের লীলায় আত্ম ভোলে,
রত্ননিলীন কোন্ রহস্য তোলে ;
বাতাস যেমন সুপ্তিনিথর কোন শিখরের স্বপ্নের সুর আনি'
বলে নীরব নির্বিচলের বাণী ;
তেম্‌নি করে আমার গানের গোলাপ আনে, তোমার প্রকাশ প্রিয় !
বচনে মোর অনির্বচনীয় ।

মৌমাছি

প্রভাত-আলোর রক্তপলাশ একটি পলকে
পরশ দিয়ে ধীরে ধীরে
আমার মনের মৌমাছিরে
রাঙিয়ে দিল নীরবনিবিড়
রঙিন ঝলকে,
জাগরস্বপ্নে নিল তুলে অজানা কোন আভার অলোকে।

সেই নিমেষেই গেলাম ভেসে কালের কাননে,
যেথায় গোলাপ শিউলি চাঁপা
নানারূপের শোভায় কাঁপা
বিকাশ আনে প্রতিদিনের
বেলার আগুনে,
কোন্ আননের কিরণ লাগে মুঞ্জরিত তাদের আননে

এই আকাশে কোন আকাশের আভাস আসে গো!
সন্ধ্যাউষার বুকের পরে
কোন মাধুরীর কণা ঝরে,
কোন অচিনের অসীম রূপের
বিন্দু ভাসে গো!
চপলচাঁদে কোন্ নিশীথের স্তব্ধ অচলচন্দ্র হাসে গো!

কোন নীরবের অতল হ'তে একটি পলকে
মোর ক্ষণিকের অলির বাণী
গভীর মধুর আবেশ আনি'
আনন্দের নিমগ্ন লীলার
ছন্দ ঝলকে
রক্তপ্রাতের পলাশে পায় কালহারা কোন আভার আলোকে।

অর্ঘ্য

স্থর সাধিবার তরে বাঁধি' নাই
এ মোর বীণা,
ওঠে প্রতি মীড় প্রাণ-প্রতীতির
চেতন-লীনা ;
শঙ্কাহারার ঝঙ্কার বাজে,
স্নায়ুর তন্ত্র তালে তালে নাচে,
কোন্ নীরবের গভীর ঘুমের
আবেশ লাগে,
দেহের দুকূলে তরঙ্গ তুলে
অতল জাগে ।

ফুল ফোটাবার তরে ফোটে নাই
কমল মম,
তোমারে প্রকাশ করিতে চেয়েছি,
হে প্রিয়তম !
রচিয়া রঙিন অশোক-পলাশ
আনি' রঞ্জনহীন অভিলাষ,
কোন্ অনন্ত বনস্পতির
বাসনা রাশি
মোর অসংখ্য স্থরের কুস্থমে
উঠিল হাসি' !

লক্ষ প্রদীপ জ্বালায়ে চলেছি—
লক্ষ-শিখা,
আমি চাহি নাই আলোকদানের
মানের টিকা,
আমি শুধু চাই পথের আঁধারে
বিকীর্ণ করি' যাবো বারে বারে,
শুধু ঢেলে দেব বাধাবিদীর্ণ
জ্যোতির ধারা।
আমি যে তোমার আলোর আসবে
আপন-হারা

নবীন সৃষ্টি লভিয়া দৃষ্টি
নয়ন তোলে,
চিৎ-সবিতার দীপ্ত-গীতার
গগন দোলে ;
কত অনাগত কত অনামিকা
আসে, লভে নাম, মোর হাতে লিখা
তুলিকার তালে কত শত ভালে
বিকশি' তুলি ;
তারার মুকুলে রূপান্তরিত
ধরার ধূলি ।

সারা বেলা ব'সে কত ছবি আঁকি,
কত যে লিখি,
রঙের সুরের রেখার লেখার
ছন্দ শিখি ;
একেরে বিকশি' বিচিত্রতায়
কত লীলা দোলে মোর সত্তায়,
রূপের নিখিল বাণীর জগৎ
মিতালি করে,
রঞ্জিত রাগে জাগে চিত্রালি,
গীতালি ঝরে ।

মোর সাধনার উপলব্ধির
যা কিছু পাই,
সঙ্গীতে আর রেখা ভঙ্গিতে
সাজাই তা-ই ;
ভাবনা-কপোলে রস-চুম্বন
পরশিয়া তুমি আছ অনুখন,
তাই কাল-হীন অধর স্থধার
মাধুরী ধরি'
আমার আধারে তোমার অমৃত
উঠিছে ভরি'।

এ-কবি তোমার কবিযশোমালা
প্রার্থী নয়,
তোমারি ছন্দে তোমারেই শুধু
সাধিয়া লয়।
কবিতার তরে কবিতা গাঁথিনা,
রূপ-রচনায় রূপেরে সাধিনা ;
ওগো অপরূপ, ওগো অনুপম ;
পরম-প্রিয় !
ওগো সম্রাট অকিঞ্চনের
অর্ঘ নিয়ো।

প্রজাপতি

প্রজাপতি কার যুগল-পালের তরী সম
কোথা হ'তে এল মুগ্ধ আঁখির তলে মম!
রেশমচিকণ উজ্জ্বল কায়া,
সোণায় রূপায় চিত্রিতমায়া,
যেন কোন্ ধনী বণিকের ধন-রাশি
সাজায়ে চলেছে ভাসি'

সাগরপারের কোন্ সাগরের দোলনাতে
আপন ভুলিয়া চলেছে দুলিয়া কার সাথে ;
কোন্ রজনীর কোন শশীতারা
ঢালে তার ভালে মাধুরীর ধারা,
কোন্ আকাশের অজানারবির আভা
তার দুটি পালে কাঁপা।

মোর বাতায়ন-লতার মুকুলে মধু লভি'
ওই পতঙ্গ বিহ্বলনিশ্চলছবি !
তখন কেমনে গতিখানি তার
মন্থিয়া তুলি' কোন্ পারাবার
কার মানসের অচল-চলার ম'ত
সাধে স্বপ্নের ব্রত !

কাণ্ডারী তার বসিয়া কোথায় কেবা জানে
কোন্ কূল হ'তে বাহে তারে কোন্ কূলপানে !
আমি শুধু মোর মুগ্ধমনের
রঞ্জিত বোঝা তার স্বপনের
সাথে সঞ্চিত করিয়া আপনা ভুলি'
নিথর-লীলায় দুলি ।

অলস

আমি তোমার অলস ছেলে,
খেলার পথে চলবো না মা, চরণ ফেলে।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।
তোমার নিবিড় অঞ্চলেতে
দিনগুলি মোর রাখবো বেঁধে,
রাখবো গেঁথে আমার সকাল, আমার সন্ধ্যাবেলা ;
সেইখানে মা, চুপ্‌টি কোরে
দেখবো তোমায় চক্ষু ভ'রে,
দেখবো তোমার ভুবনমোহন রঙ্গরূপের খেলা ;
নীরব হ'য়ে রইব শুধু মুগ্ধমনে দৃষ্টি মেলে।
আমি তোমার অলস ছেলে,
খেলার পথে চলব না মা, চরণ ফেলে।

আমার খেলা তোমার সাথে,
খেলবো আমি তোমার ধ্রুব-ইশারাতে।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।
দেখব, নিশীথিনীর স্রোতে,
তোমার কালো অলক হ'তে
কোন তারাটি ভেসে যায় মা, কোন তারাটি আসে;
দেখব, তব অধর-কূলে
অচিন উষা উঠলে দুলে
কোন উদয়ের অচলপরে কোন রবিটি হাসে;
দেখব, তোমার ইন্দ্রধনু কোন গোপনের বর্ণ গাঁথে।
আমার খেলা তোমার সাথে,
খেলবো আমি তোমার ধ্রুব ইশারাতে।

ঘুম যাবো, মা, ঘুমের ঘোরে
রইব তোমার পরশ রসের নেশায় ভ'রে।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।
তোমার মুখের চাঁদের হাসি,
ললাটে মোর উঠবে ভাসি,—
জ্যোৎস্না রাতের শিশির যেমন শুভ্র আলোর ঝলমলানো,
স্বচ্ছতা মোর তেম্‌নি করি'
তোমার কিরণ রাখবে ধরি;

মোর স্বপনের মুগ্ধভালে হবে তোমার দীপ জ্বালানো ;
স্বপ্নলোকে আমার মুখে তোমার বাণী পড়বে ঝ'রে।
ঘুম যাবো, মা, ঘুমের ঘোরে
রইব তোমার পরশরসের নেশায় ভ'রে।

রইব তোমার কণ্ঠমালায়,
তোমার হৃদয়লগ্নমণির দীপ্তলীলায়।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।
যে মণিটির পরশ লভি'
জীবন লভে শশীরবি,
অস্তাচলের আঁধার ভেঙে নিত্য আসে ধরার পানে ;
যে-মণিটির দীপ্তিকণায়
প্রলয়বেলার বহ্নি ঘনায়,
সৃষ্টিপ্রাতের বীজ রহে যার পুঞ্জজ্যোতির গভীর প্রাণে,
জীবনমরণ একসাথে যে স্তব্ধ আলোর বক্ষে মিলায়,
রইব তোমার কণ্ঠমালায় ;
তোমার সঙ্গোপনের মণির দীপ্তলীলায়।

তোমায় যদি জানি, তবে
কিছুই জানতে চাইনে আমি খেলার ভবে।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।

তুমি যে সব খেলার খেলা,
তুমি যে সব বেলার বেলা,
তুমি যে সব স্বর্ণমণির পূর্ণখনি, মাগো !
তুমি যে সব রত্নরাশি,
তুমি যে সব সুরের বাঁশি,
তুমি যে সব সুধার উৎস তোমার বুকেই রাখো,
সকল কথার গুঞ্জরণ যে তোমার মাঝেই রয় নীরবে।
তোমায় যদি জানি, তবে
কিছুই জানতে চাইনে আমি খেলার ভবে।

আমি তোমার অলস ছেলে,
খেলার পথে চলব না মা, চরণ ফেলে।
রইব শুধু তোমার কোলে, তোমার কাছে,
তোমার মাঝে।
তোমার নিবিড় অঞ্চলেতে
দিনগুলি মোর রাখব বেঁধে,
রাখব গেঁথে আমার সকাল, আমার সন্ধ্যাবেলা ;
সেইখানে মা, চুপ্‌টি ক'রে
দেখব তোমায় চক্ষু ভ'রে,
দেখব তোমার ভুবনমোহন রঙ্গরূপের খেলা ;
নীরব হ'য়ে রইব শুধু মুগ্ধমনের দৃষ্টি মেলে।
আমি তোমার অলস ছেলে,
খেলার পথে চলব না মা, চরণ ফেলে।

স্বর্ণকলস

জননী আমার, কনক-কলসী ভরি'

আনিল আলোকসুধার সলিলরাশি ;

তৃষিত নিখিলদিগন্ত তারে ধরি'

নিশীথের শেষে কিরণে গেল গো ভাসি'

অধিষ্ঠাত্রী

গভীর নীলে নিলীন রাত্রিগুলি
নীরব নিবিড় বিহ্বলতার মাঝে,
দিনগুলি মোর আলোয় আত্ম ভুলি'
মৌন সোনায় সাজে ;
পাখি আমার পলে পলে
ঘুমের ঘোরে উড়ে চলে,
পাখি আমার মন্ত্র নিল রূপের রাণী স্বপ্নময়ীর কাছে,
তাইতো পাখির প্রাণের বাঁশি রূপসাগরের অতলতানে বাজে।

সকাল বেলার গোলাপ রাঙা আভা
মিলিয়ে গেল ঝরাশিশির দলে,
সন্ধ্যাবেলার শোভার স্বর্ণ-চাঁপা
ডুবল আঁধার জালে ;
আমার কুসুম শুধুই হাসে,
সৌরভে সৌন্দর্যে ভাসে,
আমার কমল প্রস্ফুটিত সন্ধ্যা উষার জন্ম উৎসতলে,
তাইতো সকল রঙের গতি আমার রঙিন হৃদয় হ'তে চলে।

রূপার রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা,
দীপ্ত রবির কিরণধারা ঝরে,
দিনের শেষে রক্ত আবীর খেলা
দূরদিগন্ত পরে ;
উদয় অস্ত অচল আঁকা
আকাশ আমার মর্মে রাখা,
সূর্যমরাল কিরণপাখা দুলিয়ে চলে আমারি অন্তরে,
তাই এ জীবন মর্ত্যধূলায় স্বর্গ আলোর সৌর-লিখন ধরে।

শৈল-চূড়ায় লোহিতে আর নীলে
লাগল আলো বর্ণ-মাধুরীতে,
ইন্দ্রধনুর ঢেউ দোলে সলিলে
সুনীল তটিনীতে ;
মোর মানসের স্বচ্ছসরে
বিশ্বরমার ছায়া পড়ে,
আমার শৈল অভ্রভেদী অটল সুরের সোনারি সঙ্গীতে
শিখর তোলে সকল আলোর অধিষ্ঠাত্রী আলোরে বন্দিতে।

প্রস্ফুটিত

তুমি মোরে মুক্তি দিলে তমিস্রার কারাগার হ'তে
প্রকাশের উন্মুক্ত আলোতে।
নবজন্ম দিলে মোরে, জীবনের নব-অভিযান,
বাধাহীন গতির প্রয়াণ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দিলে করুণার প্রসাদ তোমারি,
দিলে অন্ন, সুধাস্নিগ্ধ বারি।
নয়নের দৃষ্টি ভরি' উদ্ভাসিলে সোনার তপন,
নিখিলের সফল স্বপন।
চরণের গতি আজ লভিয়াছে বাঞ্ছিত সরণী,
বিরঞ্জিত জাগ্রত ধরণী।
তোমারি কমলকুঞ্জে সুরভিত মন্থর বাতাস,
আনে মোর প্রাণের প্রশ্বাস;
হৃদয়-স্পন্দনে আমি অনুভব করি তব দান।
ধমনীর রক্তে বহমান
কাঞ্চন-সুরার স্রোতে সঞ্চারিয়া তোমার প্রেরণা
দিলে মোরে প্রোজ্জ্বল চেতনা!
মর্মে মুঞ্জরিলে ফুল, কণ্ঠে দিলে সুরের বাঁশরী।
উৎসারিত সঙ্গীত-লহরী
উথলি' উঠিছে তাই মোর সর্বসত্তায় মন্থিয়া
বিকাশের অর্ঘ বিরচিয়া—
মাগো! আমি তব গান, তব ফুল, তব অধিকার—
প্রস্ফুটিত জীবনে আমার।

স্বপনতরী

তরী, আমার স্বপনতরী !

পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও।

কূলের কাছি ছিন্ন করি'

অকূল মাঝে আপন ভাসাও।

দেখছ নাকি গগন স্তব্ধ

শুভ্র শেফালিকার মত

বক্ষে বহি' কোন্ সুলগন

তোমার পানে নীরব-নত ?

তীরের মায়া ভোলো এবার,

ভোলো এবার নীড়ের কথা।

"সময় এলো ভাসিয়ে দেবার",

সফল করো সেই বারতা।

শুক্লশোভায় উদ্ভাসিত
অসীম আকাশ তোমায় ডাকে,
পূর্ণ ইন্দু-বিচ্ছুরিত
সুধার সিন্ধু তোমায় রাখে।

অবিশ্রান্ত ছন্দ তোমার
তুলুক অতল অনন্তরে,
ক্লান্তিবিহীন স্বপ্ন-লীলার
ঢেউ তোলো তার বিথার ভ'রে।

দিক-দিগন্ত পার হ'য়ে যাও
মুক্তপাখা পাখির মতন,
মেঘের মতন আলোয় উধাও
আনন্দে হও ঊর্ধ্বমগন

পালে তোমার লাগুক হাওয়া
পারিজাতের কুঞ্জ হ'তে;
হোক সুরু আজ বৈঠা-বাওয়া
রূপসাগরের রূপার স্রোতে।

নিদ্রা-নীরব নিশীথ রাতের
গভীরতায় ভাসুক ভেলা,
তারায় দীপ্ত পারাবারের
অন্তরে আজ করো খেলা।

ঘুম জাগরণ এক ক'রে দাও,
মুগ্ধ করো জীবন মরণ ;
তোমার কিরণমালা পরাও,
স্বর্গে মর্তে করাও মিলন।

নীহারিকার সুদূর-শিখা
ধূলার বুকে লভুক ভাষা,
মন্দাকিনীর মর্মলিখা
ধরুক ধরার ভালোবাসা।

উদার উন্মুক্তগতি
ভাসাও লোকে লোকান্তরে ;
মগ্ন জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি
জ্বালাও তোমার বক্ষ 'পরে।

তরী, আমার স্বপনতরী !
অচিন অতলতায় চলো,
স্বপ্ন-রাজের রতন ধরি'
মোহন বেলার বাণী বলো।

যন্ত্র

মহানির্জনে তুলিয়া ধ'রেছি তব অতন্দ্র করে
জীবন যন্ত্র মম,
নির্বিচলিত সুরের শিখর লভিয়াছি অন্তরে,
হে মোর ঊর্ধ্বতম !
মলয় এখানে দুলায় না ফুল, প্রলয়াকাশের হাওয়া
পারে না তো পরশিতে,
মোর তন্ত্রীর রাগিণীমুকুল তব নিশ্বাসে ছাওয়া
নির্ভয়-সঙ্গীতে।
এখানে নাই তো, প্রভাত, গোধূলি, অস্ত-উদয়াচল,
নাই দিবা, নাই রাতি,
সূর্য চন্দ্র তারার দীপালি করে না তো ঝল-মল
চপল-কিরণ গাঁথি'।
এ আলোর গানে সুচির সন্ধ্যা উষার মাধুরী মাখা ;
তারি লাবণ্যকণা
রূপের রজতে রচে শশীতারা, রবি তার ছবি আঁকা
স্বপ্ন মেঘের সোনা।

কী হবে আমার, বকুল-বিলাসী মলয় না যদি আসে ?
আমি তব মঞ্জরী।
কী হবে আমার কল্পান্তের প্রলয়ের প্রশ্বাসে ?
তুমি মোরে আছ ধরি'।
উছলি' তুলুক কাল-উমিলা আঁধার-আলোকরাশি
জন্মমৃত্যুলীনা,
সবার উপরে তব শাশ্বত আনন্দে উদ্ভাসি'
বাজিল আমার বীণা।
মহানির্জনে তুলিয়া ধরেছি তব অতন্দ্র করে
জীবন-যন্ত্র মম,
নির্বিচলিত স্বরের শিখর লভিয়াছি অন্তরে.
হে মোর উর্ধ্বতম।

নীরব

বেলা আমার হ'ল বিভোর নীরবতার গানে ;
চলা আমার স্পন্দহীনস্বরের অভিযানে :
সকালবেলার পদ্মফোটার তালে,
দুপুরবেলার প্রজাপতির প্রাণে।

অন্তরে মোর সুরহারা কোন্ গোপন উৎস হ'তে
নিঝর ঝরে অঝোরধ্বনির ছায়াতে আলোতে,
স্তব্ধবীণার রাগিণী তাই বাজে
আমার ছন্দধারার উছলস্রোতে।

তারায় তারায় যখন জ্বালাই রঞ্জিতবর্তিকা,
সূর্যে সূর্যে যখন লিখি দিগ্বিজয়ের লিখা,
তখন আমায় সুপ্তিমগন করে
অচলজ্যোতির একটি শুভ্রশিখা।

অটল-গুরুর লীলার রঙ্গে আমার মন্ত্র জপি,
অতল হ'তে স্বপন ভাসাই স্বপন হ'য়ে শোভি',
মেঘের ছবি সাজাই যখন আমি
মেঘের দলে নিজেই সাজি ছবি।

নিশীথিনীর নীলাকাশের নিথরসিন্ধু আনি'
মেলেছি আজ আমার নিস্তরঙ্গ-হৃদয়খানি,
কাণ্ডারী তার চাঁদের তরণীরে
এই সাগরেই ভাসিয়ে চলে, জানি।

গভীর কথা

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা ;
দূর করো তার গতির প্রবাহে
প্রমত্ততা ।
হৃদয়রক্তে যেটুকু সে পায়,
তারি অনুভূতি যেনগো জানায়,
বাণী যেন তার বহে সুনিবিড়
বিমৌনতা ।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা ।

কী হবে ভাসায়ে অকারণে শাদা
মেঘের ভেলা ?
কী হবে আকাশকুসুমের রঙে
রাঙায়ে বেলা ?
যে-কুসুম ফুটে ওঠে আঙিনায়
তাই দিয়ে যেন অর্ঘ সাজায় ;
তার প্রতিদলে পরশিয়া, দাও
তন্ময়তা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

দূর করো তার, বিলাসে বিলোল
আবর্জনা,
অতিরঞ্জিত অযুত আত্ম-
প্রবঞ্চনা,
আকুলতাহীন অভিসার-নিশা,
তাপহীন রবি, জ্বালাহীন তৃষা,
পরিণয়হীন প্রণয়োৎসব-
প্রগল্‌ভতা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

কী হবে লিখিয়া শূন্যের পটে
তারার লিখা ?
জ্বালিতে শিখাও আঁধার পথের
প্রদীপশিখা।
একবিন্দুর শক্তি ঢালিয়া
সিন্ধু-দোলায় দুলায়ো না হিয়া,
ভাসায়োনা ফেন-উচ্ছ্বাসময়
উচ্ছলতা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

বেদনারে তার করগো রতন
অতল-রসে,
পুলকেরে তার রাখো প্রোজ্জ্বল
চেতনাবশে,
বাসনারে তার দাহনে দহিয়া
নিখাদ-সোনায় আনগো বহিয়া,
কামনারে তার দাও সাধনার
সার্থকতা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

মুক্তিরে করো প্রাণ-প্রেরণায়
উৎসারিত,
শক্তিরে করো লব্ধ আলোকে
উদ্ভাসিত ;
রাখো তার গতি সত্যের পথে
দিকে দিকে দিক্-বিজয়ের রথে ;
দূর করো তার স্বপন-বিভোল
বিমুগ্ধতা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

রচনায় তার আপনারে যেন
রচনা করে,
মর্ম-শোণিতে মানস-কমল
বিকশি' ধরে।
হে চিরবন্ধু, হে পরাণ-প্রিয় !
পরাণে তোমার গ্রন্থি বাঁধিয়ো ;
অভিন্ন করো তার মধুরতা,
বন্ধুরতা।
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।

সন্ধানী

পাষাণভাঙা প্রবাহিনীর স্রোতের বুকে ঠেলে
কোথায় তুমি এলে !
গিরির গহন গহ্বরে আজ পেলে কী সন্ধান
ওগো আমার প্রাণ,
কোন্‌সুখে গাও গান ?

শুনছ নাকি নির্ঝরধারা পড়ছে ঝ'রে ?
তোমায় ডাকে মুখরতার সে মর্মরে ;

কত বাধার বাঁধন টোটে, আগল খোলে,
কত গানের কাঁপন লাগে সে-কল্লোলে ;

কত ফাগুন ফোটালে ফুল দুটি তীরে ;
কত শ্রাবণ মিশেছে তার উছল-নীরে ;

আপ্‌নাকে সে মুক্ত ক'রে চলে নেচে,
মৌন মাটি তারি চলায় ওঠে বেজে ;

উদয়-অস্ত আলো-আঁধার ধরে যে তার তান
তারি গতির বিরুদ্ধতার স্রোতের বুক ঠেলে
কোথায় তুমি এলে !
গিরির গহনগহ্বরে আজ তোমার অভিযান
পেল কী সন্ধান,
ওগো, আমার প্রাণ ?

বাইরে তোমার গাইছে পাখি, জ্বলছে শশী-রবি,
দুলছে কত ছবি,
জীবন-ধারা চলছে পথে, খেলছে কত খেলা ;
তারেই অবহেলা
করে তোমার বেলা।

কোন্ মণি আজ পেলে বলো, হে সন্ধানী ;
অন্ধকারে শুনতে পেলে কোন্ সে বাণী ;

অন্তরে কোন্ সূর্য তোমার জ্বালায় শিখা,
কোন্ সে ধ্রুব-তারায় তোমার ভাগ্য-লিখা,

চাইলে না তো ডাইনে, বামে, পিছন-পানে,
চাইলে না তো কোনোই ডাকে, কোনোই টানে,

দেখলে না তো লতার বিতান, ফুলের হাসি ;
শুনলে না তো মিলন-উৎসবের বাঁশি ;

কি-ধন পেয়ে ভুললে তুমি এই বিমোহন মেলা ?
বাইরে তোমার গাইছে পাখি, জ্বলছে শশী-রবি,
দুলছে কত ছবি ;
গতির জীবন চলছে পথে, খেলছে কত খেলা ;
তারেই অবহেলা,
করে তোমার বেলা।

যে-আঁধারের বক্ষ টুটি' অরুণ এল চ'লে
উদয় আলোর দোলে ;
সেই আঁধারের পানে তুমি নিয়ে তোমার তরী
কোন্ ভরসা করি
চলেছ হাল ধরি' ?

ওরা যখন গানের সুরে আকাশ ভরে,
তুমি তখন গান গেঁথে লও বন্ধ-ঘরে।

ওদের সভায় অনেক প্রদীপ, অনেক মালা,
অনেক মনের অনেক দেওয়া-নেওয়ার পালা।

কেমন ক'রে রইলে বলো একলা তুমি,
কোন্ সুধা পাও নির্জনতার কপোল চুমি' ?

নির্ঝরের ঐ স্বপ্নভঙ্গে গাইল যারা,
তাদের সঙ্গে মিলবে নাকি তোমার ধারা ?

কোন্ ধারাতে উঠলো বলো তোমার কলস ভরি' ?
যে-আঁধারের বক্ষ টুটি' অরুণ এল চ'লে
উদয়-আলোর দোলে।
সেই আঁধারের পানে তুমি নিয়ে তোমার তরী
কোন্ ভরসা করি'
চলেছ হাল ধরি' ?

সহসা মোর মর্ম-বীণা কাঁপল তারে তারে
গভীর ঝঙ্কারে !
সৃষ্টি-লীলার অতল তলে আমার অধিষ্ঠান,
অচল অভিযান,
বলে, আমার প্রাণ,

সূর্যশিশু লালন লভে যাহার বুকে,
সুধাংশু পায় সুধার ধারা যাহার মুখে,

অযুত ফাগুন ঘুমায়, জাগে, যাহার কোলে,
চুম্বনে যার তিন ভুবনের বিকাশ দোলে,

যে-বুক থেকে নির্ঝরিণী উচ্ছলিয়া
সিক্ত করে মর্ত্যমরুর তপ্ত-হিয়া,

অস্ত-উদয় এক হয়ে যায় যেই কিরণে,
সে-বিচ্ছুরণ লাগল আজি মোর জীবনে ;

সেই নীরবের মন্ত্রমালা গাঁথে আমার গান।
সহসা মোর মর্ম-বীণা কাঁপল তারে তারে
গভীর ঝঙ্কারে !
সৃষ্টি-লীলার অতল-তলে আমার অধিষ্ঠান,
অচল অভিযান,
বলে, আমার প্রাণ।

গভীর

অতল অন্ধকারের তলে
গভীর গভীরতার মাঝে
নিস্তব্ধ নির্গতির বুকে
আমার কবির আসন রাজে।

কেউ জানেনা, কল্পনা তার
ফুটে ওঠে কেমন কোরে'
সে-গহ্বরের গহনতায়
কল্প-কল্প যায়গো ঝ'রে।

তার উদাসীন হেলায়-ফেলায়
অযুত জগৎ পড়ে খসি';
ক্ষণিকের বুদ্বুদের মত
ডোবে ভাসে সূর্যশশী।

জন্মমরণ অভেদ অঙ্গে
কম্পিত তার করাল-মুঠায়,
তার নিবর্ণ-পটের 'পরে
লক্ষ ফাগুন বর্ণ টুটায়।

সেথায় আমার দিন কেটে যায়,
সেথায় আমার কাটে বেলা;
সেথায় গহন গভীরতার
কবির সাথে আমার খেলা।

সেই সুবিশাল সুপ্তি হ'তে
কতই স্বপ্ন ওঠে পড়ে,
সে-নির্লিপ্ত হৃদয়মাঝে
কতই সৃষ্টি ভাঙে গড়ে।

কেউ জানে না ভাবনা তার
কখন যে রয় কেমন তালে ;
কোন সে-মণি নিমগ্ন হয়,
কোন সে মণি বিকাশ জ্বালে !

নিস্বরতার সেই অধরে
আমি কখন কী গান লভি'
কখন লিখি কখন মুছি
উদয়-অস্তরাগের ছবি !

স্রষ্টার অদৃশ্য মর্মে
সঙ্গোপনের কুঞ্জমাঝে
নিমগ্ন মোর হৃদয় খানি
তার অভিন্ন-লীলায় রাজে।

সেথায় আমার দিন কেটে যায়,
কাটে যে কালবিহীন বেলা ;
সেথায় অতল গভীরতার
কবির সাথে আমার খেলা !

তটিনী ও তরু

আমার সকল অঙ্গে কুসুম
ফুটিয়া ঝরে ;
গভীর তটিনী ! দাঁড়ায়েছি তব
তটের 'পরে ।

তব লহরীর ললিত লীলায়
মোর মাধুরীর মুকুল মিলায়,
পলে পলে মোর প্রাণ যে তোমার
বিকাশ ধরে ।

প্রতি প্রভাতের কনক রবির
কিরণ ধারা,
প্রতি সন্ধ্যার উদয়াচলের
উজল তারা,

প্রতি রজনীর আঁধার বহিয়া
স্পন্দন লভি রহিয়া রহিয়া,
প্রতি মুহূর্ত রূপে সৌরভে
আকুল করে ।

আনমিয়া পড়ে শাখাগুলি মোর
তোমারি পানে,
পবনে ভাসাই তব আনন্দ
গন্ধ-গানে।

মৃদু কম্পনে মোর পল্লবে
জেগে ওঠে সুর মর্মর-রবে,
সে-সুর যে পাই তব জল-
কল-কলস্বরে।

রাখিলে আমার হৃদয়ের মূল
অতলে তব,
সঞ্জীবনীর রস-ধারা দিলে
নিত্যনব ;

তব গতি বেগে অঙ্গ আমার
পুলকে শিহরি' ওঠে বারবার,
তব সোহাগের শোভায় সাজালে
থরে বিথরে।

নাই গো, শরৎ শীত হেমন্ত
ফাগুন বেলা,
এ মর্মে মোর সব ঋতুতেই
রঙিন মেলা ;

অফুর-ফোটায় অঝোর-ঝরণে
তুমি অনুখন আছ মোর সনে,
তোমারি সুধার সঞ্চারে মোর
জীবন ভরে।

জননী! তুমি যে গভীর তটিনী,
তোমারি কূলে
মোরে তরুরূপে মূর্তিয়া দিলে
তোমারি ফুলে ;

নাই ক্ষতি ক্ষয়, নাই সঞ্চয়,
শুধু বিকশিত রসে তন্ময়,
দিবস-রজনী রঞ্জিত করি'
মাধুরী ঝরে।

স্ফটিক পাত্র

স্ফটিকপাত্রের মত এ-সম্বিত রেখেছি ধরিয়া,
আলোয় ছায়ায় মাখা এ-ধরায় রয়েছি পড়িয়া
নিরঞ্জন নির্লিপ্তির প্রশান্ত আনন্দ-মহিমায় ;
রঞ্জন-বৈচিত্র্যরাশি মর্মে মোর স্পর্শ ক'রে যায়,

স্পর্শ নাহি করে তবু। যায় দিন, যায় সন্ধ্যাবেলা,
রাত্রির আঁধার যায়, প্রভাতের স্বর্ণময় খেলা
আসে যায় ; একে একে আসে যায় সুখের দুঃখের
ক্ষণগুলি, তারা যে মিলায়ে যায় মোর আনন্দের

সর্বভুক স্বচ্ছতায়। অন্ধকারে আমি ডুবে যাই,
উজ্জ্বল কিরণে আমি উদ্ভাসিত হ'য়ে বিচ্ছুরাই।
হে বিধাতা! এ ভূতলে আমি তব আকাশের ম'ত,
উদয়-অস্তের খেলা মোর মাঝে নিদ্রিত জাগ্রত ;

মোর জাগরণ নাই, তন্দ্রা নাই, জন্ম-মৃত্যু নাই ;
তবু আমি জন্ম আর মরণের স্বপন সাজাই
জীবনের চিরন্তন প্রকাশের পূর্ণতার লাগি'।
প্রিয়তম! এ-শাশ্বত অনুভূতি উঠিয়াছে জাগি'

এতকালে, কত জন্ম জন্মান্তের আবরণ টুটি'
এই ফটিকের পদ্ম চেতনায় উঠিয়াছে ফুটি'
লভিয়া তোমার স্পর্শ ; হে মানব, মানব-ভূধর !
হে স্বর্গ মর্ত্যের সেতু, উপলব্ধ আনন্দ-সুন্দর

হে মহান্ ! আমার অন্তরে তব এই যে বৈভব
প্রমূর্ত ক'রেছ তুমি, এরি স্পর্শে জাগাও উৎসব
আমার জীবন ভরি' ; একটি মুহূর্ত যেন মোর
ব্যর্থ নাহি যায় প্রিয়, যেন আমি তোমার আলোর

মাঝে আর তব অন্ধকার তলে নির্বিচল থাকি,
থাকি নিরঞ্জন, তবু রঞ্জনেতে হই অনুরাগী,
সবারেই বাসি ভালো, কাহারেও ভালো নাহি বাসি
তবু যেন ; তব অভিলাষে যেন হয় অভিলাষী

অনুক্ষণ এ-তনুর প্রতি অণু ; প্রতিষ্ঠিত হোক
এ প্রশান্তি এ-দেহের প্রতি স্তরে, মৃন্ময়-নির্মোক
খ'সে যাক জীবনের, প্রত্যেক নিশ্বাস যেন বহে
এ আনন্দ, আমার গতির প্রতি ছন্দে যেন রহে

তব নির্বিচলতার শিখরের উত্তুঙ্গ-চেতনা ;
বিদীর্ণ করিয়া দিয়া ধরণীর পুলক-বেদনা
অটল প্রোল্লাস মোর প্রকাশিত হোক বার বার ;
একে একে খুলে যাক ইন্দ্রিয়ের সকল দুয়ার,

অতীন্দ্রিয়-রূপান্তরে প্রমূর্তিয়া দাও সর্বদেহ,
এ-সীমার গণ্ডী হোক অসীমের বিকাশের গেহ।
এ-অপূর্ব উপলব্ধি, এই নিয়ে অন্তরে নিলীন
থাকিতে চাহিনা আমি ; প্রিয়তম! মোর প্রতি দিন

তোমার লীলায় জ্বালো ; এ-সৃষ্টি যেমন করি' চলে
তোমার নির্দিষ্ট পথে, এ-সূর্য যেমন করি' বলে
তোমার উদ্ভাসবার্তা জড়তার জড়িমা নাশিয়া,
তেমনি চলিব আমি, বিচ্ছুরিব তেমনি হাসিয়া

মর্মের আলোর হাসি জীবনের জলদপুঞ্জের
ধূম্রবাধা দীর্ণ করি। স্বর্গ আর ধূসর মর্ত্যের
মিলন দিগন্ত আনি', আনি' চির-উষার স্বচ্ছতা,
নিস্তব্ধ নিশ্চল আমি, তবু আমি চির- চঞ্চলতা,

চিরন্তন মৌনতারে প্রকাশিয়া মোর মন্ত্র ঝরে ;
আমি স্ফটিকের পাত্র এ ধূলার ধরণীর 'পরে।

নিশীথে

বিশাল উন্মগ্নতায় আত্মভোলা প্রাণের স্পন্দনে
স্পন্দিত আমার প্রাণ। এ-বিশ্বের বিচিত্র ভবনে
রহস্যের দ্বারগুলি মুক্ত হ'ল মোর দৃষ্টিতলে।
আমি দেখি, প্রতি বস্তু, প্রতি রূপ, প্রকাশিয়া জলে

প্রোজ্জ্বল প্রগতি-শিখা, কোনোখানে বিষমতা নাই ;
যত দেশে, যতকালে, যতদূরে, যত আমি চাই,
দেখি, প্রস্ফুরিয়া ওঠে দিকে দিকে একটি স্বপন
দিনে দিনে : আকাশের সূর্যচন্দ্র তারকাতপন,

ধরণীর ম্লান ধূলি, কল্প কল্প, একটি নিমেষ,
তন্ময় বিহ্বলতায় মেনে চলে একটি নির্দেশ ;
যেন তারা, প্রচণ্ড-প্রবাহে-ভাসা স্রোতরাশি যত
চলেছে অভীষ্টপথে, যে-প্রবাহ রয়েছে সংহত

অনাদি উন্মগ্নতায়। মানবের জন্মমৃত্যু আর
সুখের দুঃখের খেলা, হাসিকান্না, পাওয়া-না-পাওয়ার
দিনগুলি চলে কোন বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অভিমুখে।
এ-অখিলগ্রন্থখানি যে-কটি অক্ষর ধরে বুকে,

সব যেন বিরাজিত এক-অর্থ করিতে প্রকাশ।
স্থির স্বপ্নময়তায় নিস্পন্দিত আমার নিশ্বাস
কাহার নিশ্বাস লভে ! কি-বিপুল বিমৌন-কমল
আমার সত্তার মাঝে একে একে মেলে তার দল

বিভাবিত-বিকাশের পূর্ণ-প্রস্ফুটনের লাগিয়া।
অন্ধকার মহানিশা ; মর্মে তার রয়েছি জাগিয়া
অতন্দ্র নয়ন মেলি' ; গর্ভে তার লক্ষ নিশীথিনী,
সহস্র প্রভাত সন্ধ্যা, প্রজ্বলিয়া জ্যোতিষ্ক রাগিণী

গাঁথি' দীপ্তগীতমাল্য চাহি' রয় অনন্ত অম্বরে,
আমি লিখি সে-মালার প্রতিমণি প্রমূর্ত অক্ষরে
যুগ-যুগ আকাঙ্ক্ষিত অনাগত উষার বারতা
আমার স্বপ্নের ছন্দে। আজ রাত্রে একি তন্ময়তা

জাগ্রত আমার মাঝে! প্রিয়তম! আজি, এ-রাত্রির
প্রতি-ছায়া, প্রতি আলো, পথে-চলা প্রত্যেক যাত্রীর
পদক্ষেপ, নিকুঞ্জের বিহঙ্গের তন্দ্রা-জাগরণ,
তরুর কণ্টক, পুষ্প, নগরীর জীবন-মরণ,

সব যেন এক সাথে জ্ব'লে ওঠে একটি অনলে।
পৃথিবীর প্রাণ-শিখা, অনন্তের দেববৃন্দ, চলে
একটি দিগন্তপানে ; হে অসীম। যে-দিগন্তে তুমি
বরণ করিয়া নিলে আপনার স্বপ্নলীন ভূমি ;

যে-দিগন্তে মোর আত্মা লভিল তোমার পরিচয় ;
হে আত্মার অধীশ্বর, এ-সম্বিত হয়েছে তন্ময়
যে-দিগন্তে তব সাথে। হে স্বপনী, হে সম্রাট কবি!
মৃন্ময়জীবন মোর জাগিয়াছে তব মন্ত্র লভি'

অমৃতের উদ্বোধনে ; মোর প্রতি কথা, প্রতি সুর
তোমার অগ্নির স্পর্শে প্রজ্বলিয়া ভীষণ মধুর
লীলায় প্রবহমান। হে সুন্দর ! তুমি ভয়ঙ্কর !
তুমি যে মৃত্যুর মৃত্যু ! পুঞ্জীভূত শ্মশান-প্রস্তর

ভেদ করি' তুলিয়াছ পাতালের প্রোথিত বহ্নির
ফণায়িত শুভ্র-শিখা জ্বালিবারে এ মর্ত্যমহীর
পাংশুমরণের চিতা। ভেঙে যায় জীর্ণ অতীতের
কঙ্কাল-প্রাচীর যত, প্রাণ পায় ভগ্নমন্দিরের

বিগ্রহ-শবের রাশি , মানবের কামনা-বাসনা
রূপান্তরিয়া উঠি' তব হাতে, তোমারি রচনা
দীপ্ত করে, হে রাজেন্দ্র রচয়িতা ! গভীর অতল,
অন্তরের এ-শর্বরী ; প্রতি তারা করে ঝল-মল

বাঞ্ছিত প্রভাতস্বপ্নে, নিকুঞ্জবনের প্রতি ফুল
গাঁথিছে মিলনমালা, বিটপিলতার প্রতি মূল
মাটির মজ্জার মাঝে দীপ্ত হয়, উর্ধ্বের বৈভব
জীবনের স্তরে স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে কি উৎসব !

শিরায় শিরায় মোর চন্দ্রময় সুরার উচ্ছল
সিন্ধু দোলে, বিশাল উন্মগ্নতায় চেতন বিহ্বল।

অগ্নিবাণ

অব্যর্থশরের মত চলিয়াছি আমি অনুক্ষণ
আমার লক্ষ্যের পানে।
হে ধানুকী! আমি তব তীর;
তব স্থির চেতনার নিষ্পলক সন্ধানীদৃষ্টির
দিশায় চলেছি আমি পথে পথে করি' বিদীরণ
বাধাগুলি, উদ্ঘাটিয়া তোরণের ম'ত। প্রিয়তম!
আমি তব প্রেম দিয়ে প্রজ্বলিত শিখার শায়ক,
চুম্বনবহ্নিতে মোর প্রতি বস্তু প্রত্যেক পলক
জ্ব'লে ওঠে; মোর স্পর্শতীক্ষ্ণতায় লভে অনুপম
অনুভূতি প্রতি প্রাণ, জীবনের প্রতি ধূলিকণা;
ধরার মৃন্ময়তার মাঝে আমি বহিয়া চলেছি
তোমার পাবক-বার্তা, ক্লান্তিহীন ঝঙ্কারে বলেছি
আলোর উৎসের বাণী; যে-উৎস তোমার অন্যমনা
নিশ্চল আনন্দ হ'তে মোর মাঝে লভিয়াছে গতি
উদয় আদিত্য সম বিচ্ছুরিয়া তোমারি কিরণ;
যে-কিরণ দীর্ণ করে শত উষা সন্ধ্যার তপন,
ভুবন প্লাবিয়া ঢালি' অন্তহীন জ্যোতির অক্ষতি
যে-আদিত্য চলিয়াছে তব মন্ত্র করিয়া মুদ্রিত
নিখিলগ্রন্থের বক্ষে উপলব্ধ স্বর্ণের অক্ষরে।
হে বিশ্বস্বপনী!

মোর স্বপ্নময় সত্তার অন্তরে
তোমার সৃষ্টির পাণি সারাবেলা করে উদ্ভাসিত
শাশ্বতলীলার স্বপ্ন। আমি তব চন্দ্রাঙ্কিত তরী,
স্পর্শে মোর কালের অসীমতার সিন্ধুরজনীর
অঙ্গের তরঙ্গগুলি উজ্জ্বল রজত-কৌমুদীর
রূপ-লভি' উদ্বেলিয়া উচ্ছলিয়া মোরে লয় বরি' ;
অনন্তের প্রস্ফুরণ মোর প্রতি মুহূর্ত্তের মাঝে।
হে কালের অধীশ্বর !

আমি তব মানস-মরাল,
তোমার বিহঙ্গদূত, মোরে কি বাঁধিতে পারে কাল ?
অন্তহীন গণ্ডি তার ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি লভিয়াছে
আমার পাখার ছন্দে, যে-পাখার প্রত্যেক কম্পন
কালহীন হৃদয়ের স্পন্দনের তালে তালে দুলি'
অনাদি উন্মগ্নতার বিনিস্তব্ধতায় আত্মভুলি'
আপনার প্রতি গতি, প্রতি ভঙ্গি, করে উৎসঞ্জন।
আমার বন্ধন, মুক্তি, জীবন, মরণ, কিছু নাই ;
প্রিয়তম ! আমি শুধু বহি' চলি তোমার লীলার
বিবর্তের ব্রহ্মপুত্র, জন্ম জন্ম ভেসেছে আমার
তব ছন্দে ; তাহা জানি, এ-জীবনে যবে স্পর্শ পাই
তোমার অঙ্গুলি-তলে।

হে মোর প্রেমের সিন্ধু ! তুমি
গভীর সুষুপ্তি নিয়ে ভেসে এলে আপন স্বপনে ;
দাঁড়ালে বন্ধুর ম'ত এ ধরার ধূলার অঙ্গনে,
হে অপার ! মূর্ত হ'লে আপনার স্বপ্নবিন্দু চুমি'।

দেখো, আজ মোর স্রোতে যাহা পাই সব নিয়ে চলি
তোমার অতল গানে ; হে প্রশান্ত অম্বুধিমানব !
মোর প্রতি রঙ্গে আজ বিভঙ্গিত তোমার উৎসব।
যে-উৎসবে এ-মর্ত্যের প্রতি ধূলি-কণা ওঠে জ্বলি'
অপূর্বশিখার মত, জ্বলি' ওঠে প্রত্যেক জীবন,
প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি ফুল ; প্রত্যেক রঞ্জনে
তোমার অনন্তবিভা প্রস্ফুরায়, প্রত্যেক রতনে
একটি অচিন্ত্যমণি বিচ্ছুরায় আপন কিরণ।
প্রিয়তম !
আমি শুধু মুঞ্জরাই একটি গোলাপ
অযুত মঞ্জরী মাঝে, যে গোলাপে তোমার প্রাণের
অরুণশোণিতধারা মিশিয়াছে লক্ষ হৃদয়ের
রক্ত অনুরাগ সাথে ; এ-আমার প্রেমের প্রলাপ
বলে শুধু একবাণী।
হে ধানুকী ! আমি তব তীর,
জানি শুধু একলক্ষ্য ; দয়া নাই, নিষ্ঠুরতা নাই ;
অযুত পাখির প্রাণ জেলে যাই, দীর্ণ ক'রে যাই ;
আমি জানি, তব তৃষ্ণা পান করে তোমারি রুধির।

অশ্রান্ত

এই যে তোমার পানে ছুটে চলা ;
এই অভিসার
দুর্দম অশ্রান্ত হোক। প্রিয়তম ! আমি যেন আর
না চাই পিছন পানে, আগে চলি, শুধু আগে যাই।
যেতে যেতে যত পাই, আমি যেন আরো তত চাই ;
যেন লুব্ধ নাহি হই কোনো উপলব্ধির সন্ধ্যায় :
যেন মুগ্ধ নাহি হই প্রভাতের কোনো মঞ্জুষায়
হেরিয়া উন্মুক্ত মণি-মাণিক্যের সম্পদসম্ভার ;
সঞ্চয় না করি যেন সৌন্দর্যের কোনো কণ্ঠহার ;
আমারে বাঁধেনা যেন কোনো নীল বিদ্যুতের দ্যুতি ;
কোনো স্বর্ণময় মেঘে যেন মোর হৃদয়ের পাখি
পাখা না জড়ায় তার ; না জড়ায় যেন মোর আঁখি
ইন্দ্রধনু-নির্ঝরের সপ্তরাগ রঞ্জন-ধারায়
দৃষ্টি মোর করি' আমজ্জিত। কোনো মন্দার তারায়
প্রদীপ্তির মধুপান করি' মোর ভ্রমর-তৃষ্ণার
তৃপ্তি যেন নাহি হয়।

"চলিয়াছি সকল তারার
উৎস পানে"—এই কথা মুহূর্তেও যেন নাহি ভুলি।
সকল বন্ধন মোর যতদিন নাহি যায় খুলি',
যতদিন জীবনের এ-মৃন্ময় দেহের আধারে
প্রতি অঙ্গে নাহি চিনি, প্রিয় ! তব চিন্ময় সত্তারে,
ততদিন যেন চলি।

তুমি আছ আমার মাঝারে
আপনারে চিনাবার সাধনায়, সেই সাধনারে
পূর্ণ করো, হে বিধাতা। দাও মোরে দীপ্ত রূপান্তর ;
প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলো মোর মর্ত্যকালের প্রহর,
পরমপ্রাপ্তির আলো বিচ্ছুরাও ধূসর-ধূলায়।

রাখিয়ো না, অন্তর্জ্যোতি-উদ্ভাসিত মর্মের কুলায়
শুধু মোরে ; ধরণীর সরণীতে চলার গতির
প্রতি পদক্ষেপে মোর সঞ্চারিয়া দাও সে-জ্যোতির
বিকাশের মুক্তছন্দ ; এ-জীবনে জীবন্মুক্তি দাও,
জন্মজন্মান্তর-গাঁথা অপ্রকাশ জড়িমা জ্বালাও
শিখায়িত করি' মোর এ-তনুর প্রতি পরমাণু,
রক্তে মোর উচ্ছলাও আকাশের চন্দ্র তারা ভানু ;
তোমার বিমৌনতায় অবিচ্ছিন্ন হোক মোর গীতি।
দিগম্বর হে পুরুষ ! লহ মোর উলঙ্গ প্রকৃতি ;
সব লজ্জা সব কুণ্ঠা দেহ হ'তে দূর হয়ে যাক,
এ-পঙ্কের প্রতি অঙ্গ পরমের রমণে মিলাক ;
প্রত্যেক বিভঙ্গ মোর তোমার নিস্তব্ধ সম্বিতের
অতল উচ্ছলি' তুলি' এই ম্লান-মুখর মর্ত্যের
কাল-বেলাভূমি 'পরে দিয়ে যাক অমৃত-বৈভব ঃ
মৃত্যুহীন জীবনের আনন্দের অক্ষয় উৎসব।

আধুনিকা

এ-অক্লান্তকর্মা প্রাণ, ধৃতবর্মা এই দেহখানি,
এই যোদ্ধজীবনের দিগ্বিজয়ীযাত্রার বিকাশ,
এ অচিন্ত্যঅগ্নি আর আদিত্যের প্রকাশ-প্রয়াণী,
অসিধাব-চেতনায় বিরচিত গিলিত প্রোল্লাস-

বিভাসিত এই জন্ম, এ-সত্তার পুরুষ প্রকৃতি
সংযুক্ত এ অভিযান ; লক্ষশত বৎসরের বাধা
বিদীর্ণ এই যে বীর্য—এই শক্তি-সংহত নির্মিতি
মূর্ত করে মোর মাঝে নবোন্মেষ উদ্দীপনে সাধা।

নবীন সৃষ্টির বীণা, এই রাগ-রাগিণীর খেলা
উদ্ভাসিত সঙ্গীতের ঝঙ্কারের প্রোজ্জ্বলানুভূতি
বিচ্ছুরিত বৈভবের স্বর্ণ আর রজতের বেলা
বিলগ্ন এ-বিবর্তন ; হে সম্রাট ! এই দিব্যদ্যুতি

এ মোর মৃণ্ময় রূপে, এই মর্ত্যমেদিনীর মাঝে
আসিত না , হে একাকী ! বিনিঃসঙ্গ, ওগো অদ্বিতীয়
অধিপতি ! তব সিংহাসন-বামে যে-বামা বিরাজে,
অদ্বিতীয়া যে-সম্রাজ্ঞী, যে-সুন্দরী, হে সুন্দর প্রিয় !

তারে যদি না আনিতে —তারে যদি না আনিতে, তবে
অবাধজীবনময় এ-বিকাশ, এ-ঐশ্বর্যরাশি
রহিত বিলীন শুধু পুরুষের নিঃসঙ্গ-উৎসবে,
অদ্বৈত সম্বিতলীন স্রোতোহীন অমৃত-বিলাসী ।

তবে সূর্য উঠিত না! ফুটিত না বিশ্বের কমল
আমার হৃদয়বৃন্তে ছন্দে গন্ধে বর্ণে আর গানে ;
আসিত না অতীন্দ্রিয় আনন্দের চন্দ্র-তারাদল
অমলিন আলো দিয়ে এ-ধরার ম্রিয়মান প্রাণে

জ্বালিতে স্বর্লোক-শিখা ; বহিত না দেহের মজ্জায়
জলদর্চি-সুধাস্রোতে উপলব্ধ বেলার বাহিনী ;
তবে মোর, প্রকৃতির অপ্রকাশলিপ্সার লজ্জায়
জড়িত স্বরূপ, শুধু বিরচিত গহ্বর-কাহিনী

পাতালের অঙ্কে বসি' বিপ্রোথিত কূর্ম-কামনার
কালো-পঙ্কে ; বহ্নিরূপা এ-প্রেয়সী, এই মোর প্রিয়া
বহিত বিভ্রান্ত-গতি নিশিদিন, অর্দ্ধাঙ্গ আমার
রহিত তাহার সাথে অন্ধকার পন্থায় পড়িয়া ;

জীবন অপূর্ণ হ'ত, আত্মবোধ হ'ত রূপহীন,
শরীরের স্নায়ু তন্ত্রী বাজিত না নিবিড় মিলনে
গভীর উপলব্ধির উদ্বেলিত সমুদ্র-বিলীন
প্রশান্তির মহিমায়। বিভাবিত উষার স্বপনে

সার্থকিয়া জাগিয়াছি ; হে পরম, হে মোর পরমা!
পুরুষের হে পুরুষ। প্রকৃতির গোপন প্রকৃতি!
হে পাবক, হে পাবনী! প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তমা!
আমার স্বভাবকণ্ঠে বিকাশের এই কল-গীতি

তোমাদের স্পর্শে জাগে কত ব্যর্থ যুগযুগান্তের
বিচ্ছেদের ব্যথা ভুলি মর্মে মোর কণ্ঠ মিলাইয়া
নবযুগজাগৃতির পূর্ণযোগলগ্নজীবনের
চলার গতির ছন্দে নির্বিচলমন্ত্র বিলাইয়া

অতলবিমৌনতার অবিচ্ছিন্নবাণীর ঝঙ্কারে ;
এ-বাণীর প্রতিস্বরে তোমাদের প্রেমের দীপন,
যে-প্রেমের অভিনব আলোকের সুধা বিলাবারে
ধরার হৃদয়-কুঞ্জে এক সাথে দাঁড়ালে দুজন !

চির-তারুণ্যের সূর্য জ্ব'লে ও'ঠে মোর গানে গানে
সে-প্রেমের উদ্বোধনে, বিচ্ছুরায় আরক্ত কাঞ্চন
বর্ণের কিরণরাশি। হে যুগল ! আজি মোর প্রাণে
প্রতিষ্ঠিত তোমাদের চন্দ্রাঙ্কিত দীপ্ত সিংহাসন।

এই মোর উপলব্ধজীবনের বাসর-বেলায়
নিমেষে নিমেষে লিখি তোমাদের মিলনের লিখা ;
সে-লিখন উচ্চারিত মন্ত্রে মোর অভিন্ন-লীলায় :
আমি চির-আধুনিক, মোর প্রিয়া চির-আধুনিকা।

সম্বন্ধ

হে চির-সৌন্দর্যময়ী, লীলায়িত, হে চির-যুবতী !
সৌন্দর্যের উৎস তুমি, এ-মর্মের মাধুর্য-প্রগতি
তোমার শাশ্বত ছন্দে প্রাণ লভি' ওঠে বিকশিয়া
বিপুল পদ্মের মত মৃত্যুহীন কাল বিবর্তিয়া

উন্মেষিত দলে দলে নব নব আনন্দ-অতল
উপলব্ধ অমৃতের উদ্ভাসনে করিয়া প্রোজ্জ্বল
মর্ত্যের আঁধার বেলা ; ধূলিভরা এই ধরিত্রীর
অন্তরে আনিয়া কোন অন্তরীক্ষ-পারের গভীর

রত্নরাশি, এ-মৃণ্ময় দেহে মোর সাধি' রূপান্তর
দিনে দিনে করিয়াছ এ-জীবন নির্মল সুন্দর।
এক রূপে মাতা তুমি, অন্য রূপে তুমি প্রিয়তমা ;
যখন যে-রূপ হেরি, তুমি নিদ্রাহীন নিরুপমা ;

শ্রান্তিহীন স্নেহে আর ক্লান্তিহীন মিলন-বন্ধনে
রেখেছ আমারে বাঁধি'। তব শ্বেত-বিভা-আলিঙ্গনে
বিনন্দিত বহ্নি আমি, তুমি মোর অভিন্ন আলোক,
যে-আলো আমায় লভি' ঢালে তার অপার পুলক

ভূধরের মূর্ধা হ'তে নিঝ'রিয়া দিকে দিগন্তরে।
হে শুভ্রাঙ্গী জ্যোতির্ময়ী! ভূধরের গর্ভের কন্দরে
নৈশ-অম্বরের পটে অবিশ্রান্ত শুভ্রাঙ্গুলে তব
জীবনের চন্দ্রকলা অনুক্ষণ হয় অভিনব

পাষাণ-রাত্রির বাধা দীর্ণ করি' প্রাণের প্রকাশে,
ছিঁড়িয়া কঠিন মেঘ জড়তার শৃঙ্খল-বিনাশে,
তব স্নেহসঞ্চারিত শক্তি লভি' ঢালে জ্যোৎস্নাধারা,
সে ধারার বিকীরণে দিনে দিনে এ-দেহের কারা

মুক্তির নন্দন হয়, রক্তে মোর ফোটে পারিজাত:
সে-ফুল চয়ন করি তন্দ্রাহীন তব শুভ্র হাত
শুভ্রতার মালা গাঁথে মোর লাগি', যে-আমি তোমার
অবিচ্ছিন্ন প্রিয়তম, অতন্দ্রিত অচল আত্মার

নিরঞ্জন প্রতিমূর্তি। সে-আকাশ মেঘশূন্য করি
আজ তুমি তুলিয়াছ আলোকিয়া আমার শর্বরী,
অমৃত-লালনে তব এতদিনে চন্দ্র-কলেবর
কলায় কলায় পূর্ণ, এ-কুমার সর্বাঙ্গ-সুন্দর;

এ-মর্ত্যজনমখানি উদ্ভাসিয়া এ কী রূপান্তরে
অমর-বিকাশ দিলে ! তাই আমি এতকাল পরে
চিনিয়াছি তব রূপ ; যত চিনি, তত আরো চিনি ;
হে মোর জনম-দাত্রী, হে আমার আত্মার সঙ্গিনী !

আমার এ-মানবতা অবিচ্ছিন্ন তোমার লীলায়,
অনন্ত মাধুর্যে তব মোর প্রতি নিশ্বাস মিলায়,—
বিলায় তোমারি গন্ধ হে আমার আলোর উৎপল,
তাই মোর ছন্দে গানে সে-সুবাস করে ঝল-মল

উজ্জ্বলিয়া অপূর্ব তপন চন্দ্র তারকার রাশি,
উদয়-অস্তের পারে বাজাইয়া বিকাশের বাঁশি
পৃথ্বীর পন্থায় ঢালে মোর স্থির বৈভবের বাণী ঃ—
তাহারি নন্দন আমি, যে আমার চিরন্তন-রাণী ।

ত্রিজন্ম

পশু-জন্ম দেবে যদি, হে জননী! তবে মোরে করো পশুরাজ
একচ্ছত্র অধিপতি—অরণ্য ভুবন 'পরে বরেণ্য সম্রাট,
হুঙ্কারে হুঙ্কারে মোর পলকে শাসিত হোক শ্বাপদ-সমাজ—
ধ্বনিতে স্পন্দিত হোক এ অনন্ত কান্তারের অন্তর-বিরাট।

তীক্ষ্ণবক্রনখ দাও, দাও মোরে খর-দন্ত বদন ভরিয়া,
বিপুল কেশর দাও, উজ্জ্বল চক্ষুর তারা, বিদ্যুতের গতি,
শার্দূল-বিজয়ী বীর্য এ-বিশাল বক্ষে মোর দাও সঞ্চরিয়া,
অব্যর্থ বজ্রের মত ধাবমান করো মোরে সন্ধানের প্রতি।

কেশরী-বাহিনী মাতা! আজি এসো, আমি হবো তোমারি বাহন,
পশু যদি করিয়াছ, তবে মোর পশুশক্তি চরণে তোমার
আনত করিয়া রাখো—রাখো মোর জীবনের শাক্ত নিবেদন;
জগৎ-ধারিণী মাতা, শোনো, জগতের বক্ষে তোমার পূজার

শঙ্খবাজে দিকে দিকে, আনন্দে ধ্বনিয়া ওঠে বিশ্বের প্রাঙ্গণ·
জগৎ ধারণ করো, আমি করি জগদ্ধাত্রী-দেবীরে ধারণ।

অসুর-যোনিতে যদি জন্ম দেবে, করো বর দান—
মাগো, আমি যেন হই বীর্য-বলে ত্রিভুবন-জয়ী,
সুরেন্দ্রের সিংহাসন মোর করে হোক কম্পমান্,
চলুক পশ্চাতে মোর হৃত-মান নত শির বহি',
বন্দী দেব-সেনাপতি ;
সূর্য-চন্দ্র নিত্য আবর্তিত
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে মোর ক্রীতদাস ভৃত্যের মতন,—
ত্রিকাল—ত্রিলোক ভরি' মোর রাজ্য হোক প্রতিষ্ঠিত ;
আমার শাসন-বশে পদ্মযোনি-ব্রহ্মার আসন
শঙ্কায় উঠুক দুলি', বিষ্ণুনাভি মৃণালের পরে,

বিষ্ণুতন্দ্রা টুটে যাক, ক্ষুব্ধ হোক পয়োধি-প্রলয়,
সৃষ্টিমূল শিহরাক সে প্রচণ্ড আকর্ষণ-ভরে,
মহেশের যোগভঙ্গ হোক ....
হোক রুদ্র-অভ্যুদয়—
তোমার শক্তির মাগো,—মুক্তি দাও মুক্ত-খড়্গাঘাতে
আমার বিদ্রোহী সত্তা লয় হোক তোমার সত্তাতে।

মানব-জগতে যদি জন্ম লভি মাগো,
মোরে করো অসহায় শিশুর মতন,
স্নেহের অঞ্চলে তব মোরে ঘিরি' রাখো,
দাও মোর সর্ব্ব অঙ্গে মঙ্গল-চুম্বন।

তোমার পন্থায় মোরে চলিতে শিখাও,
তোমার মুখের বাণী শিখাও বলিতে ;
তোমার লিখনে মোর অদৃষ্ট লিখাও,
শিখাও তোমার শঙ্খ ধ্বনিয়া তুলিতে।

ধ্যান মোর জ্ঞান মোর—গৌরব-গরিমা—
সে-যেন আশ্রয় লভে তোমারে জড়ায়ে,
রচিতে পারিগো যেন—তোমারি প্রতিমা
তোমারি অঙ্গন হতে মৃত্তিকা কুড়ায়ে।

জীবনে নিবিড় করো তোমার বন্ধন,
মরণ তোমারই বুকে—লভুক শরণ।

ভাস্কর

এ আত্মার প্রতিমূর্তি অন্তহীন আদিত্যের মত,
মূর্ধার অচলে, মোর চেতনারে তন্দ্রাহীন করি'
রাখিয়াছে রাত্রিদিন। এ আমার প্রগতির ব্রত
তাহারি প্রেরণা লভি' অনুক্ষণ চলে অগ্রসরি'
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে। হে পথিক, হে মোর জীবন!
তোমার চলার ধারা কোনোখানে রুদ্ধ করিয়ো না,
তোমারে রাখে না যেন এ মর্ত্যের কালের কৃপণ
সঙ্কীর্ণ-সিন্ধুকে তার, যেথা গ্রহ তারকার কণা
উদয়াস্ত অচলের গণ্ডী মাঝে নিত্যক্ষীয়মান
নশ্বর ঐশ্বর্য সম। চলো তুমি; তোমার অক্ষর
বৈভবের উৎসারিত মুক্তধারা করো তুমি দান;
আনন্দে জ্বালিয়া চলো এ পন্থার তিমির-প্রস্তর—
বিকীর্ণ বন্ধুরতার বাধা; চলো, তোমারে ঘিরিয়া
জড়তার যে-রজনী কুণ্ডলীত পাকে পাকে তার
জড়ায় নাগিনী সম, তব তীক্ষ্ণ-দীপনে দীরিয়া
তার প্রতি আবর্তনে, প্রতিষ্ঠিয়া তব অধিকার
চলো ভাস্করের ম'ত: যে ভাস্কর, পৃথুল কঠিন
রূপহীন শিলাখণ্ডে খরধার যন্ত্রের আঘাত
হানিয়া হানিয়া শুধু, সুকঠোর সাধনার দিন
সার্থক করিয়া তুলি' জপে তার বাঞ্ছিত প্রভাত,

যে-প্রভাতে শিলাখণ্ড মূর্ত হবে দেব-শিশু সম,
মূর্ত হবে স্বপ্ন তার, অন্তরের উদয় সূর্যের
প্রেম প্রকাশিত হবে সৌন্দর্যের সেই অনুপম
বিগ্রহের সর্ব অঙ্গে। হে পথিক! তোমার পথের
অন্ধকার ধীরে ধীরে দিনে দিনে আলো হ'য়ে ওঠে,
তোমার আত্মার সূর্যে অবিচ্ছিন্ন চেতন গ্রথিত
প্রগতির পদক্ষেপে প্রতি ধূলি ফুল হ'য়ে ফোটে ;
তোমার রক্তের স্রোত সে-আলোয় রূপান্তরিত
হয় প্রতি পলে পলে ; শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি
তোমার সত্যের গানে সুরধুনী-ধারা দেয় ঢেলে
নিশ্চল প্রশান্তি হ'তে। চলো তব সব শঙ্কা ভুলি'
চির-নির্ভীকের ম'ত ; হে জীবন, দাও দাও জ্বেলে
মজ্জায় মজ্জায় তব মেদিনীর অন্ধ অধিকার ;
অন্তরে রঞ্জিত তব যে-উষার আরক্ত কাঞ্চন,
সে-উষা আসন্ন হয়, তীব্র হয় অনুভূতি তার,
কণ্ঠের কথায় তব তারি বাণী, তারি বিচ্ছুরণ।

সন্তান

দেবস্থান দূরে থাক, মন্দির মসজিদ নাহি চাই ;
হে আদর্শ নর-নারী ! তোমাদের স্পর্শ যেন পাই
আমার জীবন ভরি'। ধর্মের বন্ধন নাই মোর,
আমি ছিন্ন করিয়াছি সমাজের শৃঙ্খলের ডোর,
জাতির গণ্ডির বাধা টুটিয়াছি তোমাদের লভি' ;
হে সংযুক্ত প্রাণতীর্থ, হে যুগল, মানব-মানবী !
আমার আনতসত্তা তোমাদের স্পর্শ করে যবে,
সে-লগ্নে সে চ'লে যায় অন্তহীন মিলন-উৎসবে,
সব ধর্ম, সব জাতি, জন্ম লভে যেথা এক সাথে।
সকল আলোর ধারা বিকশিত যে-শুভ্র-প্রভাতে .
যে-আলোর উৎস হ'তে, রহিয়াছে সে-উৎস অতল
তোমাদের মর্মতলে ; উপলব্ধ অমৃতে উচ্ছল
তোমাদের প্রতি কথা ; তোমরা জ্বেলেছ সেই শিখা
জীবনের বর্তিকায়, নিখিলের সূর্য-নীহারিকা
যে-নিস্পন্দ-শিখা হ'তে স্ফুলিঙ্গতরণী সম ভাসে
নীলিমার পারাবারে ; তোমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
পবন লভিছে প্রাণ হৃদয়ের স্পন্দন বরিয়া,
মর্ত্যের মৃন্ময়দেহে যে-হৃদয় রেখেছে ধরিয়া
সৃষ্টির প্রকাশ-পদ্ম, বিধাতার লীলার কমল।
দেহের আঁধার-বাধা দিনে দিনে করেছ উজ্জ্বল
অক্লান্ত সাধন সাধি', হে আদর্শ পুরুষ, হে নারী।

সুদূর চাহি না আমি, ঝঙ্কারিব এ-জীবন-বীণা
রাগিণীর অর্ঘ রচি' তোমাদের চরণের তলে ;
তোমাদের মন্ত্র লভি' ঢেলে দেব এই ভূমণ্ডলে
অমৃত-প্রাণের বার্তা প্রবাহিত মন্দাকিনী-ধারা ;
তোমাদের দিশা লভি' ধ্বংস করি' অন্ধকার কারা
জ্বলিব অগ্নির মত ; একে একে ফেলিব টুটিয়া
আমার সকল বাধা, পলে পলে উঠিব ফুটিয়া
ছিন্ন করি' অপ্রকাশ-জড়িমা-বন্ধনজাল। আমি
আকাশের চন্দ্রতারা নাহি চাই, নহি স্বর্গকামী,
মর্ত্য-জন্মমৃত্তিকার অন্তরের রত্নের খনির
ঐশ্বর্য লভিতে চাই, ধূলিভরা এই ধরণীর
অম্লান মুকুলগুলি মুঞ্জরিতে চাহি মোর মাঝে ;
জ্যোতির্ময় যেই শিশু এ অন্তর ভরিয়া বিরাজে,
তাহারে বিকশি' তোলো, হে আমার জনক-জনিকা।
হে যুগল ! আমি তব জ্যোতির্ময় রক্তের কণিকা,
আলোর সন্তান আমি, এ-চেতনা করাও সফল
আমার সকল ক্ষণে ; মোর মর্মে জ্বলে যে-অনল,
প্রত্যেক মুহূর্ত মোর সে-বহ্নির পরশে জ্বালাও ;
তোমাদের সম্মিলিত সৃজনের অঙ্গুলি বুলাও
আমার ললাট-পটে। "হে বিধাতা ! তোমার লীলার
প্রমূর্ত মহিমা ধরি' অবতীর্ণ যে-দুটি আধার,
তাহাদের দিশা লভি' আমি আজ উঠেছি জাগিয়া,
চলেছি অভীষ্ট পথে ; সব বাধা গিয়াছে ভাঙিয়া

এ-জন্মের জাগরণে ; নারী আর নরের বিচ্ছেদ
নাহি আর, মিলায়েছে জাতি আর ধর্মের বিভেদ
আত্মার উৎসবলোকে।" হে যুগল ! আমি তোমাদের
স্পর্শ ক'রে চ'লে যাই অন্তহীন কোন মন্দিরের
প্রোজ্জ্বল অন্তরমাঝে ; শত স্বর্গ খোলে যে দুয়ার
তোমাদের স্পর্শবলে, মুক্ত হয় মোর চেতনার
পঙ্কজ কলিকাগুলি প্রভাতের সূর্যের মতন,
আমার জীবনমাঝে সীমাহীনকালের স্বপন
সার্থক আনন্দে জাগে। নাহি মোর অন্য দেবালয়,
দেহের দেউল দুটি এ জীবন ক'রেছে তন্ময়
তোমার যুগলভাবে, হে বিধাতা, যুগ্ম-ভগবান !
আমার আধারে জাগে তোমাদের আলোর সন্তান।

কমল-তরী

তোমরা দুজন আছ নিমগন
অনন্যতন্দ্রায়,
ওগো রাজা, ওগো রাণী !
সেই তোমাদের মিলিত ঘুমের
স্বপ্ন-নদী-ধারায়
ভাসে মোর তরীখানি।
অরুণবর্ণ কমলের তরী,
মরাল তাহারে বাহে সন্তরি,
ময়ূর তাহার শিখরে বসিয়া
মেলেছে পাখার পাল ;
নেচে নেচে ওঠে আলোর তটিনী, বাজে তরঙ্গ-তাল

তিমির-বরণী নিশার ধরণী ;
দুই কূলে কালি মাখা ;
তারি মাঝে বহে নদী ;
নদী ঝল-মল, যেন উজ্জ্বল
মুক্ত কৃপাণ আঁকা,
খর-ধার তার গতি।
পরশি' দীপ্তসলিল সরণী
চলে শতদল-ফুল্ল তরণী ;
আমি গুঞ্জরি' ভ্রমরের মত
তারি মর্মের মাঝে,
তারি দলে দলে কম্পন তুলি' আমার বাঁশরী বাজে।

এই বিভাবরী সাজায় কবরী
আমার গানের ফুলে,
স্বপনে স্বপনে ভরে ;
মোর তরণীর পরশমণির
চুম্বনে দুটি কূলে
অপরূপ শোভা ধরে ;
রতন-রেণুকা ঢালি' অনুরাগে
মোর অভিযান ঘাটে ঘাটে লাগে,
মর্ম-কোষের বৈভবরাশি
বিলায়ে বিলায়ে দোলে ;
উজল-স্রোতের চল-আনন্দ-ছন্দে আপনা ভোলে।

মোর বাধা নাই, বিশ্রাম নাই,
নাই যে ব্যর্থ-বেলা ;
মরাল যে মোর মাঝি ;
যত সুধা পায়, সুর উথলায়,
খেলে গুঞ্জর-খেলা,
মানসের মধু মাছি ;
ময়ুর যে তার পেখমে পাখায়
পাল তুলে দিয়ে মোর পানে চায় ;
রূপ-বাহিনীর রূপের লহরী
ছলকি' ছলকি' নাচে,
প্রতি বিভঙ্গে সুপ্তিমৌন মিলনের বাণী বাজে।

শুধু জানি মনে এ-নিশি গহনে
প্রদীপ জ্বালিতে হবে,
আমি শুধু জানি গান,
যে-গানের সুর আলোর মধুর
উজ্জ্বল উৎসবে
অজস্র অফুরাণ ;
লভি যে-গভীর আলোকের ধারা,
বুদ্বুদে তার শত শশীতারা,
আঁধারের দেশদীর্ণ-বিভায়
বহিছে আমার নদী ;
নীরব আলোর মন্ত্র মুখরি' চলিয়াছি নিরবধি।

আমার স্বপন করিছে বরণ
কোন অচিন্ত্য উষা,
কোন্ নব জাগরণী ;
হৃদয়ে আমার রুদ্ধ দুয়ার
খোলে কোন মঞ্জুষা,
জাগে অমূল্য মণি।
এই ঘুমন্ত নগরীর পথে
কে মোরে চালায় জাগ্রতরথে,
সকল রজনী পল গণি' গণি'
আমারে কে দেয় দিশা !
অবিচ্ছিন্ন অনুভূতি আনি' মিটায় তনুর তৃষা।

গহন বনের জটিল মনের
যামিনী-অন্ধকারে
ডেকে ওঠে মোর পাখি ;
গান ঝরে তার শত কলিকার
বন্ধপ্রাণের দ্বারে
বিকাশের অনুরাগী ;
শত লতিকার সুপ্তচেতনে
কিরণ ঝরায় সুর-বরষণে,
নিশ্বাস তার পাতায় পাতায়
উঠিল মর্মরিয়া,
কোন্ প্রভাতের স্বপনে শোভিল শত বিটপির হিয়া

নিদ্রিত রাতি ; আমি শুধু গাঁথি
রজনীগন্ধামালা,
মালঞ্চপথে যাই ;
অনিমেষ আঁখি মেলে শুধু জাগি,
সাজাই পূজার ডালা,
দুজনের চোখে চাই।
হে দেবী আমার ! হে মোর দেবতা !
আমি তোমাদের মিলন-বারতা
বহিয়া চলেছি মোর প্রগতির
অভিনব অবদানে ;
অর্ঘ্য আমার উচ্ছলি' ওঠে যুগল-লীলার গানে।

তোমরা দুজন আছ নিমগন
অনন্যতন্দ্রায়,
ওগো রাজা, ওগো রাণী।
সেই তোমাদের মিলিত ঘুমের
স্বপ্ন-নদী-ধারায়
ভাসে মোর তরীখানি।
ফুল্ল কনক-কমলের তরী,
মরাল তাহারে বাহে সন্তরি',
ময়ূর তাহার শিখরে বসিয়া
মেলেছে পাখার পাল ;
নাচে আলোকের অলকানন্দা, বাজে তরঙ্গ তাল।